Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 23, 1432 Bangla, April 06, 2026, Monday, No. 93, 56th year

H I G H L I G H T S

Parliament has passed a bill setting the maximum entry age for direct recruitment to 32 years in all sectors, including government, autonomous and statutory bodies. [BBC: 03]

Power, Energy and Mineral Resources State Minister Anindya Islam Amit informs, govt. is working to ensure stockpile of all types of fuel amid global energy crisis. [Jago FM: 18]

Foreign Minister Dr Khalilur Rahman has said Bangladesh has no secret agreement with the United States & has no obligations regarding energy imports. [Jago FM: 18]

Government has taken decision to keep shops and shopping malls across the country open till 7:00 pm in stead of 6:00 pm. [BBC: 03]

The Directorate General of Health Services has reported, 113 people have died have died with suspected measles symptoms across the country in 22 days since March 15. [BBC: 03]

Govt. has decided to rename Bangla New Year procession as “Baishakhi Shobhajatra”, Changing the terms ‘Ananda Shobhajatra’ and ‘Mangal Shobhajatra’. [DW: 11]

Liberation War Affairs Minister Ahmed Azam Khan informs, action has been taken to identify and identify non-freedom fighters who were listed in political consideration during the fascist regime. [Jago FM: 20]

United States has rescued the missing crew of a US warplane, shot down in Iran. Iran called American operation to rescue the pilot failed. [BBC: 10]

Wall Street Journal has reported Pakistan's efforts to negotiate a ceasefire between the United States and Iran have reached a "deadlock." end. [NHK: 10]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ২৩, বাংলা ১৪৩২, এপ্রিল ০৬, ২০২৬, সোমবার, নং- ৯৩, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সব ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারণ করে সংসদে বিল পাস। (বিবিসি: ০৩)

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত জানিয়েছেন, সব ধরনের জ্বালানির তিন মাসের মজুত নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে । [জাগো এফএম: ১৮]

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো গোপন চুক্তি নেই এবং জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতাও নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। [জাগো এফএম: ১৮]

জ্বালানি সাশ্রয়ে সব দোকানপাট ও শপিংমল সন্ধ্যা ৬টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। [বিবিসি: ০৩]

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে ২২ দিনে সারা দেশে হাম ও হাম সন্দেহে ১১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। [বিবিসি: ০৩]

বাংলা নববর্ষের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন করে 'বৈশাখি শোভাযাত্রা' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। [ডয়চে ভেলে: ১১]

বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় তালিকাভুক্ত হওয়া অমুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমদ আজম খান। [জাগো এফএম: ২০]

ইরানে ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ ক্রুকে উদ্ধার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। উদ্ধারের জন্য পরিচালিত আমেরিকার অভিযানকে ব্যর্থ দাবি ইরানের। [বিবিসি: ১০]

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রচেষ্টায় 'অচলাবস্থা' দেখা দিয়েছে। [এনএইচকে: ১০]

বিবিসি

'আনন্দ' বা 'মঙ্গল' নয়, নববর্ষে চারুকলায় হবে বৈশাখি শোভাযাত্রা

ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে বাংলা নববর্ষের দিনে যে শোভাযাত্রা হবে, সেটির নতুন নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। 'আনন্দ' বা 'মঙ্গল' শোভাযাত্রা নয়, এই বছর থেকে এই শোভাযাত্রার নাম হবে 'বৈশাখি শোভাযাত্রা'। রোববার সচিবালয়ে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। এর আগে, দীর্ঘদিন ধরে পহেলা বৈশাখের দিনে এই শোভাযাত্রাটির নাম ছিল 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। গত বছর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় সেই নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছিল 'আনন্দ শোভাযাত্রা'। এই নামকরণ করা নিয়ে সে সময় বাংলাদেশে নানা বিতর্ক তৈরি হয়। একটি পক্ষ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' শব্দ বাদ দেওয়ার দাবির প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শোভাযাত্রার নাম দিয়েছিল 'আনন্দ শোভাযাত্রা'। বিএনপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিগত সময়ের 'মঙ্গল ও আনন্দ' দুইটি নামই বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে সরকার। রোববার সচিবালয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, "এবার থেকে সরকারি সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমরা এটাকে 'আনন্দ শোভাযাত্রাও' বলবো না, 'মঙ্গল শোভাযাত্রাও' বলবো না"। "শোভাযাত্রা হবে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে। সমস্ত সংস্কৃতির এখানে উপস্থিতি থাকবে। ঢোল বাদ্য পোশাক আশাক নিয়ে আমাদের একটা আনন্দঘন শোভাযাত্রা হবে। এই শোভাযাত্রার নাম হবে 'বৈশাখি শোভাযাত্রা' যোগ করেন তিনি। শোভাযাত্রার নাম নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে মি. চৌধুরী বলেন, "কেউ আটকে আছে মঙ্গলই হতে হবে, আবার কেউ আটকে আছে আনন্দই থাকতে হবে। আনন্দ আর মঙ্গল কী? আগে কথার অর্থ তো আগে বুঝতে হবে। তিনি বলেন, "বৈশাখি শোভাযাত্রার নাম নিয়ে বিতর্কের অবসান করতে চাই আমরা। এই অবসান করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজকের গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো গোপন চুক্তি নেই : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো গোপন চুক্তি নেই। তিনি বলেন, বিদ্যমান সব চুক্তিই ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোববার সচিবালয়ে এই কথা জানিয়েছেন বলে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা- বাসসের খবরে বলা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তির আওতায় বাংলাদেশকে তেল আমদানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি নিতে হয়, এমন দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।" তিনি ব্যাখ্যা করেন, রাশিয়ার তেলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বৈশ্বিকভাবে প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন থাকলে, তা ওই নিষেধাজ্ঞার কারণে, কোনো বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তির কারণে নয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, জ্বালানি আমদানি বিষয়ে কোনো বাধ্যতামূলক শর্ত নেই। বর্তমান জ্বালানি পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করতে পারে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার জ্বালানি আমদানির জন্য বিভিন্ন উৎস বিবেচনা করছে এবং সবচেয়ে সাশ্রয়ী উৎস থেকেই তেল সংগ্রহ করা হবে। তিনি আরও বলেন, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র- সবগুলোই বিকল্প উৎস হিসেবে খোলা রয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ রনি)

২২ দিনে সারাদেশে হামে ও হাম সন্দেহে ১১৩ শিশুর মৃত্যু

গত ১৫ মার্চ থেকে ২২ দিনে সারাদেশে হাম ও হাম সন্দেহে ১১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হামে আক্রান্ত হয়েছে সাড়ে সাত হাজারেরও বেশি শিশুর। রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হাম সন্দেহে সাত হাজার ৬১০ জন শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে পরীক্ষায় ৯২৯ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে হাম সন্দেহে ১১৩ জন শিশুর মৃত্যু হলেও, নিশ্চিতভাবে হামে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। সবচেয়ে বেশি হাম সন্দেহে আক্রান্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে, যেখানে মোট আক্রান্ত হয়েছে ৩২৫৯ জন শিশু, এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়েছে ৪৬৮ জন। এছাড়া, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে হাম সন্দেহে ৬৫৪ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪২ জনের শরীরে হাম শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৮ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। মৃত্যুর হিসেবে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম সন্দেহে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে রাজশাহী বিভাগে, ৫৫ জন। এরপরই আছে ঢাকা বিভাগ, ১০ জন। এ সময় ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট বিভাগে মৃত্যুর কোনো ঘটনা নেই।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ রনি)

দোকানপাট-শপিংমল ৭টা পর্যন্ত খোলার রাখার সিদ্ধান্ত

জ্বালানি সাশ্রয়ে সব দোকানপাট ও শপিংমল সন্ধ্যা ৬টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রোববার দুপুরে সচিবালয়ের নিজ মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। দোকান মালিকদের দাবির প্রেক্ষিতে শপিংমল ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয় বলেও জানান জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি-সংকটের প্রেক্ষাপটে সন্ধ্যা ৬টায় দেশের সব দোকানপাট ও শপিংমল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রিসভা। তবে, রাত ৮টা পর্যন্ত ব্যবসা করার সুযোগ চেয়ে সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির নেতারা। রোববার ব্রিফিংয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী দোকান

মালিক সমিতির আবেদন এবং অনুরোধ বিবেচনা করে পুনর্মূল্যায়ন করে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ এলিনা)

সরকারি চাকরিতে প্রবেশে বয়সসীমা ৩২ বছর করে সংসদে বিল পাস

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সব ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারণ করতে জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন করা হলে পরে সেটি কণ্ঠভোটে বিলটি পাস হয়। রোববার বিকেলে 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন- ফাইন্যানশিয়াল করপোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাগুলোতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ বিল, ২০২৬' শীর্ষক বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী। বিলটির উদ্দেশ্য ও কারণসংবলিত বিবৃতিতে প্রতিমন্ত্রী জানান, শিক্ষিত বেকার যুবকদের দেশ গঠনে আরও বেশি সুযোগ করে দিতে এবং শ্রমবাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে এই বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর আগে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে জারি করা এ সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ রহিত করে সেগুলোকে স্থায়ী আইনি রূপ দিতেই এই নতুন বিলটি আনা হয়েছে। বিলের বিবৃতিতে বলা হয়, এর আগে, অধ্যাদেশ জারির ফলে কিছু কারিগরি জটিলতা তৈরি হয়েছিল, যেখানে কিছু বিশেষায়িত পদে উচ্চতর বয়সসীমা কমে গিয়েছিল। বর্তমান বিলের মাধ্যমে সেই অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে এবং ৩২ বছরের বেশি বয়সসীমা নির্ধারণ করা পদগুলোর বিদ্যমান নিয়ম বহাল রাখা হয়েছে। বিলের মূল বিধানগুলোতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) সব ক্যাডার এবং বিসিএস বহির্ভূত সব সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৩২ বছর।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ এলিনা)

আমেরিকা-চীন-ভারত, পররাষ্ট্রনীতিতে কোনদিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ?

বাংলাদেশে বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় দেড় মাস হতে চলেছে। নতুন এই সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই পুরো বিশ্ব টালমাটাল হয়ে ওঠে ইরান যুদ্ধ ইস্যুতে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশও ভোগান্তিতে পড়েছে জ্বালানি সরবরাহ ঠিক রাখতে। এর মধ্যেই দেশটির প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর সফর করছেন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ। যার মূল লক্ষ্য ওই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের শ্রমিকদের খোঁজ-খবর নেওয়া। এছাড়া চলতি সপ্তাহে ভারত সফরের কথা আছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। বর্তমানে তিনি আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে। এর আগে, বাংলাদেশে সফর করে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. পল কাপুর। সব মিলিয়ে পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যস্ত এবং একইসঙ্গে ইরান যুদ্ধের কারণে কিছুটা জটিল সময় পার করছে বাংলাদেশ।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোনদিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ?

আওয়ামী লীগের ষোলো বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ পরিচিত ছিল মূলত ভারত ঘনিষ্ঠ দেশ হিসেবে। পরে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেয়, তখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খুব দ্রুতই নিচে নেমে যায়। তবে এই একই সময়ে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় বাংলাদেশের। এখন যখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায়, তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, নতুন এই সরকার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোন দিকে ঝুঁকছে? ভারত, চীন নাকি যুক্তরাষ্ট্র? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম অবশ্য বলছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্দিষ্ট কোনো দেশকে ঘিরে হচ্ছে না। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "আমাদের নতুন সরকারের প্রায়োরিটি হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহ কোথায়, সেটা নিয়ে। আমাদের নীতি হচ্ছে, সকল দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। আমাদের দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্কগুলোর প্রতিটিই নির্ধারিত হবে বাংলাদেশের স্বার্থকে সুরক্ষা করে। অর্থাৎ বাংলাদেশকে প্রাধান্য দিয়েই আমাদের ফরেন পলিসি হবে, নির্দিষ্ট কোনো দেশকে ঘিরে নয়।"

ইরান যুদ্ধকে ঘিরে মার্কিন ঘেঁষা নীতি নিচ্ছে বাংলাদেশ?

বাংলাদেশ তার বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সব দেশের সঙ্গে যে সুসম্পর্কের কথা বলছে, সেটার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে প্রথম বড়ো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, ইরান যুদ্ধকে ঘিরে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ তার প্রথম বিবৃতিতেই উপসাগরীয় দেশগুলোতে ইরানের হামলার সমালোচনা করেছে। বিপরীতে এড়িয়ে গেছে, ইরানে মার্কিন হামলাকে। বিবৃতিতে ইরানের পাল্টা হামলায় মধ্যপ্রাচ্যের 'কয়েকটি দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের ঘটনা' ঘটেছে দাবি করে এর নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। সমালোচনার মুখে অবশ্য বাংলাদেশ নতুন করে বিবৃতি দেয়। তবে এই বিবৃতি নিয়েও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এসেছে খোদ ইরানের তরফ থেকে। গত বুধবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদি প্রকাশ্যেই বলেছেন, ইরান ইস্যুতে বাংলাদেশের বিবৃতি 'আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল'। একইসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইরানে 'আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে নিন্দা করবে' এমন প্রত্যাশা ছিল তার দেশের। একদিকে ইরান নিয়ে সমালোচিত বিবৃতি, অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে করা মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিকে সমর্থন- দুটো মিলিয়েই বাংলাদেশে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছে কিনা। সরকার অবশ্য এমন অভিযোগ নাকচ করছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এর আগে একাধিক ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের জানিয়েছেন, বাংলাদেশ জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েই কাজ করছে। তবে নানা প্রশ্ন এবং সমালোচনা হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীর অবশ্য বলছেন, বাংলাদেশের বিদেশনীতি নির্দিষ্ট কোন দেশের দিকে ঝুঁকে গেছে, এখনই সেই সিদ্ধান্ত টানার সময় আসেনি। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "প্রথম স্টেটমেন্টে আমরা উপসাগরীয় অঞ্চলের ব্যাপারে বেশি মনোযোগী থেকেছি। ইরান আক্রমণ হয়েছে, এ ব্যাপারে কিছু বলিনি। কিন্তু পরদিনই সরকারের দিক থেকে একটা বিবৃতি দিয়ে সেখানে ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এটাকে তারা ব্যালেন্স করেছেন। সুতরাং যেহেতু এটা নতুন সরকার, আমি বোঝার জন্য তাদেরকে আরেকটু গ্রেস পিরিয়ড দেব আরকি।"

আমেরিকা-চীন-ভারতের পাল্টাপাল্টি স্বার্থে জটিলতা

বাংলাদেশে শুধু আমেরিকা নয়, অতীতে ভারত, চীন কিংবা রাশিয়ার মতো দেশগুলোকে ঘিরেও নানা টানাপড়েন দেখা গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশগুলোর ভূমিকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার কথা বলা হলেও অনেক সময় দেখা যায়, এক দেশের প্রকল্প অন্য দেশের ক্ষোভের কারণ। যেমন ভারত-চীনের ক্ষেত্রে তিস্তা প্রকল্প। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন মনে করেন, তিস্তা প্রকল্প হবে চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের 'লিটমাস টেস্ট'। এ ধরনের ইস্যু যেখানে দুটি দেশের পাল্টাপাল্টি স্বার্থ আছে, সেখানে বাংলাদেশের মতো দেশের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। ফলে দেখা গেছে, তিস্তা প্রকল্প কয়েক বছর ধরে আলোচনা চললেও বাস্তবায়ন ঝুলে আছে। আওয়ামী লীগের মতোই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তবে ড. লাইলুফার ইয়াসমিন মনে করেন, দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে যদি সকল দলের মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করা যায়, তাহলে সেটা জাতীয় স্বার্থে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। "এখানে স্বার্থগুলো আসলে পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে যায় অনেক সময়। কিন্তু যদি কোনো একটা ইস্যুতে বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেটা নিয়ে সমালোচনা কম হবে। সেটা না করলে এই সন্দেহ তৈরি হবে যে, প্রকল্পটা হয়ত নির্দিষ্ট কোনো একটা দেশকে, কোনো একটা কারণে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা দলভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি হয়ে যায়। যে কারণে একবার আপনি প্রো-চায়না হচ্ছেন, আরেকবার প্রো-ইন্ডিয়া হচ্ছেন, আরেকবার প্রো-আমেরিকা হচ্ছেন। এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে," বলেন ড. লাইলুফার ইয়াসমিন।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ভারতের কাছে জ্বালানি সংকট মেটাতে অতিরিক্ত ডিজেলের চাহিদা দিয়েছে। পাশাপাশি আমেরিকার সঙ্গেও আছে উষ্ণ সম্পর্ক। তবে গত ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া তারেক রহমানকে লেখা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিঠিতে এটা স্পষ্ট যে, আমেরিকা এই সম্পর্ককে যুক্ত করতে চায় তাদের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের সঙ্গে। কারণ চিঠিতে স্পষ্ট করেই ইন্দো-প্যাসিফিকের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই ইস্যুতে আবার উদ্বেগ আছে চীনের। ড. লাইলুফার ইয়াসমিন বলেন, আমেরিকার স্বার্থ দেখতে গিয়ে বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে বাংলাদেশকে। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চীনের বিনিয়োগ এবং অর্থের দরকার আছে। জানতে চাইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীর বলেন, অতীতে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট একটি দেশের দিকে ঝুঁকে পড়ায় এর নানা মাশুল দিতে হয়েছে। এমন ভুলের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তিনি বলেন, "নিরাপত্তা দেখতে গেলে আমাদেরকে ভারতের সঙ্গে কাজ করতে হবে, ওদেরকেও আমাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ দুই দেশের দীর্ঘ সীমান্ত আছে। দ্বিতীয় বিবেচনা হচ্ছে, বাংলাদেশ প্রায় পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করে। যেটা যায় ইউরোপ-আমেরিকায়। কিন্তু এই রপ্তানির কাঁচামাল আসে চীন-ভারত থেকে।" "সুতরাং এখানে স্বার্থগুলো একটা চেইনের মতো। এখানে কাউকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করবো, সেই সুযোগ নেই। এখানে কোনো একটা পক্ষের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বা পক্ষপাতিত্ব করতে গেলেই জটিলতা তৈরি হবে।"

'কে নাখোশ হবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়'

কিন্তু বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক এমন স্বার্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি আসলে কী হবে? এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য যেটা ভালো হবে, সেটাই করা হবে। এক্ষেত্রে 'কে নাখোশ হবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।' বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "দেখেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের তিস্তা নিয়ে ইস্যু আছে, পানি নিয়ে ইস্যু আছে, বাণিজ্য ঘাটতি, সীমান্ত ইস্যু আছে। এইসবগুলো ক্ষেত্রেই আমাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান হবে। একইভাবে চীন, যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল দেশের সঙ্গে একই নীতিতে সম্পর্কটা হবে। কে কোনটাতে নাখোশ হবে, সেটার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের মানুষ কোনটাতে ভালো থাকবে।" "বাংলাদেশের কোনটা ভালো, সেটা নিশ্চিত করার পরে কোন দেশ কোনটাতে আগ্রহী, আমরা সেটা তখন দেখবো। আমাদের আগে নিশ্চিত করতে হবে দেশের মানুষ কী চায়।" বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতি স্পষ্ট করছে। যেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে সবার আগে বাংলাদেশ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, প্রভাবশালী দেশগুলোও একইভাবে নিজেদের স্বার্থ দেখতে চায় এবং এর জন্য নানা চাপও তৈরি করে। সেই চাপ সামলানো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকছে, এর প্রভাব কেমন হবে

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে যে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল, সেটি সংশোধিত আকারে সংসদে পাসের জন্য সুপারিশ করেছে বর্তমান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত বিশেষ কমিটি। বিশ্লেষকদের মতে, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যাদেশটি সংসদে আইন আকারে পাস হলে এরপর আওয়ামী লীগের যে-কোনো কার্যক্রম শুধু নিষিদ্ধই নয়, বরং দলটির সব নেতা-কর্মীদেরও বিচারের আওতায় আনা যাবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, অধ্যাদেশটি কিছু সংশোধনীসহ পাসের সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করেননি। প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ কিংবা রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম আইন করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে চিহ্নিত করার পদক্ষেপ দেশের রাজনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে বা আদৌ কোনো প্রভাব ফেলবে কি-না। বিশ্লেষকরা বলছেন, আইন করে একটি দলকে নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে অপরাধ থাকলে আদালতে বিচার কিংবা ভোটের মাধ্যমে জনগণকে দলটিকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ দিলে এ নিয়ে প্রতিহিংসার অভিযোগ ওঠার সুযোগ থাকতো না। তাদের মতে, সরকার ও সমমনা দলগুলা এখনো আওয়ামী লীগকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু দল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতা পাবার ইতিহাস রাজনৈতিক অঙ্গনে নেই। আওয়ামী লীগে ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় দলটির মুখপাত্র মোহাম্মদ আলী আরাফাত এক বিবৃতিতে বলেছেন, "বিএনপিকে দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পূর্ণ দায় নিতে হবে এবং ভবিষ্যতে এর ফলে যে পরিণতি হবে, তা বিএনপিকেই ভোগ করতে হবে।" আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দায় বিএনপির ওপর বর্তাবে কি-না এমন এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি ও সরকারের একটি সূত্র অবশ্য বলছে, 'আইনটি পরে সংশোধনের সুযোগ থাকবে'।

প্রসঙ্গত, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বিএনপি বলেছিল নির্বাহী আদেশে কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে নয় তারা। এ বিষয়ে জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে। যদিও দলটির নেতারা আবার কেউ কেউ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার কথাও বলেছিলেন বিভিন্ন সভা সমাবেশে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের সরকারি সিদ্ধান্তে আনন্দ প্রকাশ করে ২০২৫ সালের ১১ মে বিবৃতি দিয়েছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

সংশোধনে কী পরিবর্তন আসছে

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ২০২৫ সালের ১২ মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সব সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এ বিষয়ে তখন জারি করা প্রজ্ঞাপনের শেষাংশে তখন বলা হয়েছিল, "সরকার যুক্তিসংগতভাবে মনে করে সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা-১৮(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলটি এবং এর সকল অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সমীচীন, সেহেতু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন কর্তৃক যে-কোনো ধরনের প্রকাশনা, গণমাধ্যম, অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে-কোনো ধরনের প্রচারণা, মিছিল, সভা-সমাবেশ, সম্মেলন আয়োজনসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।" বিশ্লেষকরা বলছেন, এই প্রজ্ঞাপনে কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হলেও, নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। এবার নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদের প্রথম দিনেই নিয়মানুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা অধ্যাদেশগুলো অনুমোদনের জন্য সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী, সংসদ বসার পর ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন না পেলে অধ্যাদেশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে যে-সব অধ্যাদেশ আইন আকারে সংসদে পাস না হবে, সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে তামাদি বা বাতিল হয়ে যাবে। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে উত্থাপনের পর অধ্যাদেশগুলোকে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে সংসদ। সেই কমিটিই তাদের রিপোর্টে পনেরোটি অধ্যাদেশকে সংশোধিত আকারে সংসদে বিল উত্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছে। এর একটিই হলো সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫, যার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। সংসদের বিশেষ কমিটির একটি সূত্র বলছে যে, কমিটিতে সরকারের পক্ষ থেকে এমন একটি মতামত এসেছিল : "কার্যক্রম-নিষিদ্ধ সত্তা নিষেধ অমান্য করলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বা কী শাস্তি হবে তার উল্লেখ নেই। কার্যক্রম-নিষিদ্ধ সত্তার কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সাজা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সংশোধিত আকারে সংসদে পাস করা যেতে পারে।" এখন সংসদ কমিটির রিপোর্টে অধ্যাদেশটি সংশোধিত আকারে বিল হিসেবে উত্থাপনের সুপারিশ করা হলেও কী সংশোধন করা হবে, রিপোর্টে তার উল্লেখ করা হয়নি। তবে সরকারের সূত্রগুলো বলছে, সন্ত্রাস বিরোধী আইনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের জন্য যে-সব সাজার ব্যবস্থা রয়েছে, সেটিই আওয়ামী লীগের জন্য প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে। এটি

সত্যি হলে, দলটির ব্যানারে যে-কোনো ধরনের কার্যক্রমের জন্যই দলটির যে-কোনো নেতাকর্মীকে শাস্তির আওতায় আনা যাবে।

রাজনীতিতে কেমন প্রভাব হবে

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার পক্ষ নেয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া তখনকার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। তাদের বেশিরভাগই এখন এনসিপির সঙ্গে যুক্ত। তাদের দাবির মুখে অন্তর্বর্তী সরকার ওই বছরেরই নভেম্বরে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছিল। এরপর সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ বিদেশে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০২৫ সালের মে মাসে তারা আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করার দাবি তুললে, অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর আগে, ক্ষমতা হারানোর আগে আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র-শিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করলেও, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার সেই প্রজ্ঞাপন বাতিল করে দেয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদন না করালে এটি আপনা আপনি বাতিল হয়ে যেত এবং আওয়ামী লীগের স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ তৈরি হতো। কিন্তু অধ্যাদেশটি সংশোধিত আকারে পাস করানোর পর আওয়ামী লীগ সেই সুযোগ পাবে না। তাদের মতে, কেউ কোনো অপরাধ করলে তার বিচার হতে পারে কিন্তু সেটি করা এবং অপরাধের শাস্তি দেওয়ার এখতিয়ার আদালতের। একই সাথে আদালতের রায়ের ভিত্তিতে সরকারও ব্যবস্থা নিতে পারে। "এখানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তো কোনো মামলা হয়নি। কিংবা আদালত তো আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেনি। এখন এটি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার যে, একটি দলকে রাষ্ট্র নিষিদ্ধ করবে, নাকি জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ পাবে। ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হলে প্রতিহিংসার সুযোগ উঠতো না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ।

মি. আহমদ বলেন, "আওয়ামী লীগ একাত্তরেও নিষিদ্ধ হয়েছিল। এখন মামলা হলে আদালত রায় দিত। কিন্তু সরকার সে পথেও যাচ্ছে না। জনগণ ভোট না দিলে দলটি ব্রাত্য হয়ে পড়তো। কিন্তু সরকার ও সমমনা দলগুলো এখনো আওয়ামী লীগকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিষিদ্ধ করে রাখতে চাইছে বলেই এটিকে প্রতিহিংসা মনে হতে পারে।" আরেকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন বলছেন যে, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা ঐতিহাসিকভাবেই কখনও কারও জন্য সুফল বয়ে আনেনি, বরং যারা করেছে তাদের ঐতিহাসিক দায় নিতে হয়েছে। "এদেশে আওয়ামী লীগের অনেক ভোটার ও সমর্থক আছে। মানুষ দলটিকে গ্রহণ করবে কি-না, সেটি যাচাই করার সুযোগ অন্তর্বর্তী সরকার নষ্ট করেছে। কোনো অর্থেই রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বন্ধ করা বা দল নিষিদ্ধ করা কাউকে সাময়িক তৃপ্তি কিংবা প্রতিহিংসা মেটানোর স্বাদ দিতে পারে কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে দেশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এটি মোটেও ভালো পদক্ষেপ নয়," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

রোববার আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় দলটির মুখপাত্র মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন, "এর মাধ্যমে বিএনপিকে দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পূর্ণ দায় নিতে হবে এবং ভবিষ্যতে এর ফলে যে পরিণতি হবে, তা বিএনপিকেই ভোগ করতে হবে।" তার বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "ভুলে গেলে চলবে না যে, আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক সমর্থন রয়েছে, তা অত্যন্ত শক্তিশালী। মনে রাখবেন, জনমত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তন ইতোমধ্যেই আরও তীব্র হতে শুরু করেছে। এই বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য সংগ্রাম করার উচ্চতর নৈতিক অবস্থান অর্জন করবে। দেশকে স্বৈরাচারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য আওয়ামী লীগ দেশের জনগণকে সাথে নিয়েই লড়াই করবে।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

গুম প্রতিরোধ, বিচার ব্যবস্থা সংস্কারসহ ২০ অধ্যাদেশ নিয়ে বিএনপির আপত্তি কেন?

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৮টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করতে জাতীয় সংসদে বিল আকারে উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। বাকি ১৫টি অধ্যাদেশ সংশোধন করে বিল আকারে উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। আর ২০টি অধ্যাদেশ আপাতত আর আইনে রূপান্তর হচ্ছে না। গত বৃহস্পতিবার সংসদীয় বিশেষ কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদীন সুপারিশ প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেন। সংসদের বিশেষ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, যে ২০টি অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে গুম প্রতিরোধ, মানবাধিকার কমিশন শক্তিশালীকরণ, দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিচার বিভাগের আলাদা সচিবালয় ও বিচারক নিয়োগের মতো বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও আইনজীবীরা বলছেন, যে ২০টি অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাচ্ছে, তাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেওয়া সংস্কার উদ্যোগ হোঁচট খাবে। এর বিপরীতে, ওইগুলো আইনে পরিণত করলে একদিকে যেমন জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেতো, অন্যদিকে গুম প্রতিরোধ, মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতিসহ বাড়তো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। যদিও বিএনপি দাবি করছে, যে অধ্যাদেশগুলো বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলো বিশেষ কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ও ঐকমত্য কমিশনের সাবেক সদস্য ইফতেখারুজ্জামান মনে করছেন,

আমলাতন্ত্রের পরামর্শ অনুযায়ীই বর্তমান সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করতে চাইছে না। এর ফলে জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে সংস্কার বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটা থমকে যাবে। বিশেষ কমিটির সভাপতি ও বিএনপি নেতা জয়নুল আবেদীন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "আমাদের বিশেষ কমিটির তিনটি মিটিং হয়েছে, সেখানে বিরোধী দলেরও সদস্য রয়েছেন। সেখানে সবগুলো অধ্যাদেশ ভালোভাবে আলাপ-আলোচনা করেই এই সুপারিশ করা হয়েছে।" ভবিষ্যতে যাচাই-বাছাই করে এসব বিষয় আবার বিল আকারে আনা হতে পারে বলেও তিনি বলছেন। কমিটির বিভিন্ন বৈঠক ও সদস্যদের সুপারিশ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিরোধী দল ছাড়াও ওই কমিটিতে থাকা সরকারদলীয় একজন সংসদ সদস্যও শুরুতে কমিটির কাছে আপত্তি বা নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছিলেন, যদিও পরে তা প্রত্যাহার করেন।

গুম প্রতিরোধে অধ্যাদেশের কী হবে?

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিএনপির অনেক নেতা-কর্মী গুমের শিকার হয়েছিলেন। এছাড়াও জামায়াতসহ ভিন্নমত দমনে বিগত সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে গুম খুনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগও উঠেছিল। যে কারণে বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গুমের তদন্তে আলাদা কমিশন গঠন করে। গত বছর অর্থাৎ, ২০২৫ সালে গুম প্রতিরোধে প্রথমবারের মতো একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। গুম থেকে সব ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এতে গুমকে 'চলমান অপরাধ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এর সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করা হয় মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তবে ওই বিশেষ কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারিকৃত 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ ২০২৫টি বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করেনি। এর ফলে এই অধ্যাদেশটি কার্যকারিতা হারাবে। বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনে সরকারের আপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার কারণে আটককে গুমের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিতে হবে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্তে সরকারের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। বিরোধী দল এতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। তারা বলেছেন, যে কারণেই কোনো সংস্থা, বাহিনী কাউকে আটক করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতের সামনে উপস্থাপন না করলে, তা সংবিধানের লঙ্ঘন। বিশেষ কমিটি গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তরে সংসদে উত্থাপনের সুপারিশ করেনি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অধ্যাদেশটি সম্পর্কে মতামতে বলেছে, 'গুম একটি সংবেদনশীল অপরাধ। এর সঙ্গে সরকারের শৃঙ্খলা-বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায় সম্পৃক্ত'। তাই অধ্যাদেশটি আইনে রূপান্তর না করে সংশোধনসহ নতুন আইন করার মতামত দিয়েছে মন্ত্রণালয়। গুম-সংক্রান্ত এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সরকারের আইন মন্ত্রণালয় যে আপত্তি জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে খোদ বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য ও কমিটির সদস্য নওশাদ জমির নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। এর পেছনে তার যুক্তিও তিনি তুলে ধরেছেন বিশেষ কমিটির কাছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কাজী জাহেদ ইকবাল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিগত সরকারের শাসনামলে সবচেয়ে বেশি গুমের শিকার হয়েছে বিএনপি। এই অধ্যাদেশে বিতর্কিত কিছু থাকলে, সেটি সংশোধনী আকারে উপস্থাপন করা যেতো।" এর পেছনে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের ইশারাকে দায়ী হিসেবে দেখছেন ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেছেন, "যে অধ্যাদেশগুলো বাদ দেওয়া বা রিভিউয়ের নামে ফেলে দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে বা কমিটি থেকে এই ধরনের সুপারিশ এসেছে, সেগুলো আমলাতন্ত্রের পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে হচ্ছে। এখানে মূল প্রতিরোধক শক্তি হচ্ছে আমলাতন্ত্র।" বিশেষ কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদীন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা মনে করি যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেগুলো সংসদে আলাপ-আলোচনা করে নির্ধারিত করা ভালো।"

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্ন

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায় থেকে শুরু করে বিচার বিভাগের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিযোগ ছিল। যে কারণে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সামনে আসে। অধ্যাপক ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৫ সালে প্রথমবারের মতো সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ জারি করে। এতে বলা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করবে 'সুপ্রিম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল'। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্বতন্ত্র এই কাউন্সিল যোগ্য ব্যক্তির নাম রাষ্ট্রপতি বরাবর সুপারিশ করবে। এছাড়া, নিম্ন আদালতের বিচারকের নিয়োগ বা বদলির জন্য সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে এসব বিচারকদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যেত, যা বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয় করে থাকে। এই অধ্যাদেশটিও কার্যকারিতা হারাচ্ছে। আইনজীবীরা বলছেন, এই আইন থাকলে অধিকতর যোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগের সুযোগ বাড়ে কিন্তু বর্তমান সরকার এই অধ্যাদেশ অনুমোদন করছে না। ফলে নতুন আইন না হওয়া পর্যন্ত বিচারক নিয়োগ আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। আইনজীবী কাজী জাহেদ ইকবাল মনে করেন, এই অধ্যাদেশটি বাতিল হওয়ার ফলে একদিকে যেমন দেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, অন্যদিকে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিয়ে বিএনপির যে কমিটমেন্ট ছিল, তাও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। তিনি বলছেন, "এই অধ্যাদেশে কোনো দুর্বলতা বা ঘাটতি থাকলে

সরকার সেটি সংশোধনের কথা বলতে পারত। সেসব না করে পুরোপুরি আইনটি বাতিল করা কোনো সমাধান নয়।"
যদিও সংসদীয় বিশেষ কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদীন বলছেন, "এমন অনেক আইন আছে, সেগুলো সংবিধানের মূল আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। সেই জিনিসগুলো পার্লামেন্টে বিল আকারে আসবে। সেগুলো আমরা পরীক্ষা করবো, পার্লামেন্টে আলোচনার পর সেগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।"

মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতার প্রশ্ন

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। সেই সময় বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছিল। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। সংস্থাটিকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ও কার্যকর করতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন এনে অধ্যাদেশ করেই জারি করা হয়েছিল অধ্যাদেশ। এতে মানবাধিকার কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে গুম, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও সংস্থার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তসহ ব্যাপক ক্ষমতা পেয়েছিল। এছাড়া, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগ সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে সার্চ কমিটির বিধান করা হয়। সরকার চাইলেই যাতে সরিয়ে দিতে না পারে, সে জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতিতে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে অপসারণের বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার যে ১৬টি বিল এখনই সংসদে বিল আকারে না তোলার সুপারিশ করা হয়েছে, তার মধ্যে এই বিলটিও বেশ আলোচিত। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ও ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ইফতেখারুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন স্বাধীন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা না গেলে, সেটি এখন আবার ব্যাকফায়ার করবে। যেটি হবে সরকারের জন্য আত্মঘাতী। এটি হয়ত বর্তমান ক্ষমতাসীনরা ভুলে গেছে।"
বিশেষ কমিটি মানবাধিকার কমিশনের অধ্যাদেশটিও বিল আকারে সংসদের উপস্থাপনের পক্ষে ছিল জামায়াতে ইসলামী। যে কারণে বিশেষ কমিটির এই সিদ্ধান্তে জামায়াত এমপিরা নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। এর বাইরেও বিএনপির এমপি ও কমিটির সদস্য নওশাদ জমিরও নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। সেখানে আইন মন্ত্রণালয়ের আপত্তিগুলোর পক্ষে বিপক্ষে দুই ধরনের মতামতও দিয়েছেন মি. জমির। সেখানে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনাগুলোর অসংগতিও তিনি তুলে ধরেছেন তার নোট অব ডিসেন্টে।

১৫টিতে সংশোধন, কার্যকারিতা হারাচ্ছে ২০টি

বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মোট ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। গত ১২ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী, ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম বৈঠকে বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে করা অধ্যাদেশগুলো সংসদে উপস্থাপন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, ১০ এপ্রিলের মধ্যে এই অধ্যাদেশগুলো সংসদ অনুমোদন না করলে, সেটা কার্যকারিতা হারাবে।
সংসদের প্রথম দিনই বিএনপি নেতা ও বরিশাল-৩ আসনের সংসদ সদস্য জয়নুল আবেদীনকে সভাপতি করে ১৩ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাই করার জন্য। যেই কমিটির ১০ সদস্য বিএনপির এবং বাকি তিনজন জামায়াতে ইসলামীর। সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনই অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাই করে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি ১১৩টি অনুমোদনের সুপারিশ করে। এর মধ্যে ৯৮টি অধ্যাদেশ অনুমোদনের জন্য হুবহু বিল আকারে সংসদে উত্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বাকি ২০টির মধ্যে ৪টি বাতিল করা এবং ১৬টি এখনই সংসদে বিল আকারে না তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। এই ১৬টি পরবর্তী সময়ে যাচাই-বাছাই করে অধিকতর শক্তিশালী করে নতুন বিল উত্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই ২০টি অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাতে যাচ্ছে। এর মধ্যে আছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় সংক্রান্ত দুটি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত তিনটি, গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত দুটি, দুদক সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ। এছাড়া আছে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, গণভোট অধ্যাদেশ, ব্যাংক রেজুলেশন অধ্যাদেশ, রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ। আগামী সোমবার থেকে অধ্যাদেশগুলো অনুমোদনের কার্যক্রম শুরু করবে জাতীয় সংসদ। যে-সব অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হচ্ছে, সেগুলোর পাশাপাশি যে চারটি রহিত করা হবে, সেগুলোও বিল আকারে উপস্থাপন করা হবে। রোববার থেকে আবার অধিবেশন শুরু হচ্ছে। এই অধিবেশনে বিল আনা হবে ১১৭টি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা বিল উত্থাপনের পর এখানে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করবেন। এই আলোচনায় অংশ নেবেন বিরোধী দলের সদস্যরাও। তবে, তাদের সংশোধনী গ্রহণ করা হবে কি না, তা পুরোপুরি নির্ভর করছে সরকারের ইচ্ছার ওপর।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানে আবারও হামলায় চারজন নিহত, মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। দক্ষিণ ইরানের পাহাড়ি যে এলাকায় মার্কিন যুদ্ধবিমানের ক্রু নিখোঁজ হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল, সেখানেই বিমান হামলার ঘটনাটি ঘটে বলে জানান তারা। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কোরের নিয়ন্ত্রণাধীন বার্তা সংস্থা তাসনিমের এক খবরে স্থানীয় গভর্নরের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোহগিলুয়েহ ও বোয়ের-আহমাদ প্রদেশের পার্বত্য এলাকায় হামলায় তিনজন নিহত ও আরও বেশ কয়েকজন আহত হন। পরে

প্রদেশটির ডেপুটি গভর্নর ফাত্তাহ মোহাম্মদী স্থানীয় ইরানি গণমাধ্যমকে জানান, হামলার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চার হয়েছে। বিমান হামলার ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে দায়ী করেছে ইরান। তবে নিখোঁজ মার্কিন ক্রু'কে উদ্ধার পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের সঙ্গে হামলার ঘটনাটির আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি-না, সেটি এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে, ইরানের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কোরের (আইআরজিসি) সেনারা মার্কিন একটি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে। নিখোঁজ ক্রু'র সন্ধান পেতে ড্রোনটি ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে খবরে দাবি করা হয়েছে। ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা ফার্স নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে আইআরজিসি'র জনসংযোগ দপ্তরও জানিয়েছে যে, ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় ইসফাহান প্রদেশে একটি মার্কিন ড্রোন বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে ড্রোন ভূপাতিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ইরানে গুলিতে ভূপাতিত মার্কিন এফ-১৫ যুদ্ধবিমানের দ্বিতীয় যে ক্রু'কে গত দু'দিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তাকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে রোববার জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। উদ্ধার হওয়া মার্কিন ক্রু 'নিরাপদ ও সুস্থ' আছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অভিযানে মার্কিন সামরিক বাহিনী 'কয়েক ডজন বিমান' পাঠিয়েছিল বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তবে সেনাদের কেউ হতাহত হননি বলে জানান। তবে ইরান বলছে, মার্কিন ক্রু'র সন্ধান পেতে তল্লাশি চালানোর সময় একটি মার্কিন ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে এবং শুক্রবারের ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, কয়েকজন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্ল্যাক হক' হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ এলিনা)

মার্কিন সেনা উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান ব্যর্থ বলে দাবি ইরানের

নিখোঁজ মার্কিন পাইলটকে উদ্ধারে আমেরিকার একটি বিশেষ অভিযানকে ব্যর্থ দাবি করেছে ইরান। এর আগে, সকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল পোস্টে জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে সাহসী অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ট্রাম্পের ওই দাবির পরই ওই অভিযানকে ব্যর্থ দাবি করে ইরান সরকার ও দেশটির গণমাধ্যম। দেশটির কেন্দ্রীয় সামরিক সদর দপ্তর খাতামুল আম্বিয়া মুখপাত্র এক বিবৃতিতে অভিযানকে ব্যর্থ দাবি করেন। তিনি জানান, ভূপাতিত বিমানের পাইলটকে উদ্ধারে মার্কিন বাহিনী মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর অশেষ কৃপায় ইরানি বাহিনীর প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়েছে। এর আগে, যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে যে, এই অভিযানের সময় মার্কিন ও ইরানি সেনাদের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। এদিকে ইরানের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, বিধ্বস্ত বিমানের পাইলটকে উদ্ধারের বিশেষ অভিযানের কথা পোস্ট করে যুক্তরাষ্ট্র তাদের পরাজয় ঢাকার চেষ্টা করছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ এলিনা)

দুইটি সি-১৩০ বিমান ও দুইটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার দাবি ইরানের

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ইসফাহানের মার্কিন বাহিনীর একটি সি-১৩০ পরিবহণ বিমান ও দুটি 'ব্ল্যাক হক' হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার দাবি করেছে ইরান। মূলত, নিখোঁজ বিমানের পাইলটদের উদ্ধারের সময়ই এই ঘটনা ঘটেছে। রোববার এ সংক্রান্ত কিছু ভিডিও ফুটেজ প্রকাশিত হয়েছে অনলাইনে। ভেরিফাইড একাধিক ছবি ও ভিডিওতে ইরানের মধ্যাঞ্চলের একটি পার্বত্য এলাকায় ধোঁয়া ওঠা বিমান ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। ছবিগুলোর পেছনে থাকা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। গুগল আর্থের থ্রি ডি ছবির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এটি ওই ধ্বংসাবশেষটি ইসফাহান শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ইরানের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, দক্ষিণ ইসফাহানের একটি পরিত্যক্ত বিমানবন্দর থেকে মার্কিন বিমান ও হেলিকপ্টার পালিয়ে যাওয়ার সময় সেগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে যুক্তরাষ্ট্রে সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, অভিযানে ব্যবহৃত দুটি পরিবহণ বিমান ইরানের একটি দূরবর্তী ঘাঁটি থেকে উড্ডয়ন করার সময় শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে সেগুলো নিজেরাই ধ্বংস করে দিয়েছে মার্কিন বাহিনী। তবে, মার্কিন বাহিনী কিংবা ইরানের সামরিক বাহিনীর দাবিগুলোর কোনোটিই স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি বিবিসি। ধ্বংসাবশেষের যাচাইকৃত ছবিগুলো আমরা সামরিক বিশ্লেষকদের কাছে পাঠিয়েছি, তারা ছবিতে দেখা যন্ত্রাংশ বা অংশগুলো শনাক্ত করতে পারেন কি না, তা জানার জন্য।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ এলিনা)

মঙ্গলবার ইরানে সবকিছু গুড়িয়ে এক করে দেওয়া হবে : ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়ে বলেছেন, মঙ্গলবার হবে ইরানে সবকিছু গুড়িয়ে এক করে দেওয়া হবে। ট্রুথ সোস্যাল মিডিয়ায় দেওয়া একটি পোস্টে তিনি এই হুমকি দেন। ট্রাম্প লিখেছেন, "মঙ্গলবার হবে ইরানের জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্র আর সেতু দিবস, সব কিছু গুড়িয়ে এক করে দেওয়া হবে, এরকম আর হয়নি। এখনই (হরমুজ) প্রণালি খুলে দাও, পাগলা বেজম্মারা, না হলে তোমাদের জাহান্নামে পড়তে হবে- শুধু দেখো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো," লিখেছেন ট্রাম্প।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা আয়োজনের পাকিস্তানি প্রচেষ্টায় অচলাবস্থা : মার্কিন গণমাধ্যম

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রচেষ্টায় 'অচলাবস্থা' দেখা দিয়েছে। মার্কিন সংবাদপত্রটি শুক্রবার একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে, যেখানে আলোচনায়

মধ্যস্থতাকারীদের উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, ইরান মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে যে, "মার্কিন দাবিগুলো অগ্রহণযোগ্য" এবং আগামী দিনগুলোতে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তাদের মার্কিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে ইরানের কর্মকর্তারা বৈঠকে বসতে ইচ্ছুক নন। এদিকে, পাকিস্তানের ডন পত্রিকা শনিবার এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা সহজ করার উদ্যোগগুলো আটকে আছে, কারণ তেহরান এখনো সংলাপের প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়া দেয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সময় ফুরিয়ে আসছে। শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন : "মনে আছে, আমি ইরানকে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে অথবা হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে দশ দিনের সময় দিয়েছিলাম? সময় ফুরিয়ে আসছে, আর ৪৮ ঘণ্টা পরেই তাদের ওপর নরক নেমে আসবে।" গত ২৬ মার্চ ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছিলেন যে, তিনি "বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংসের সময়কাল স্থগিত করে ১০ দিনের জন্য বাড়িয়ে ২০২৬ সালের ৬ এপ্রিল, সোমবার পূর্বাঞ্চলীয় সময় রাত ৮টা" করেছেন। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

'মঙ্গল' বা 'আনন্দ' নয়, এবার নাম 'বৈশাখি শোভাযাত্রা'

বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন করে 'বৈশাখি শোভাযাত্রা' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি সরকার। ফলে, 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বা 'আনন্দ শোভাযাত্রার' মতো নামগুলো আর ব্যবহার করা হবে না বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। সচিবালয়ে রোববার তিনি বলেন, "আমরা একে আনন্দ শোভাযাত্রা বা মঙ্গল শোভাযাত্রা বলবো না। এর নাম হবে 'বৈশাখি শোভাযাত্রা'। তিনি আরো বলেন, "শোভাযাত্রার নাম নিয়ে চলমান বিতর্ক ও বিভাজন দূর করতে এবং উৎসবের আমেজে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা কোনো বিভাজন চাই না, মানুষের মধ্যে কোনো মতভেদ বা সংঘাত চাই না। আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য চাই।" উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নামে পরিচিত থাকলেও, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নববর্ষের সবচেয়ে বড়ো এই আয়োজনের নাম বদল করে 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' করা হয়। বিএনপি সরকার আবারও এই আয়োজনের নাম পরিবর্তন করলো।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

অভ্যুত্থানে আন্দোলনকারীদের দায়মুক্তি ও কিছু প্রশ্ন

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি দিয়ে করা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশসহ ৯৮টি অধ্যাদেশ হুবহু বিল আকারে উত্থাপনের জন্য বৃহস্পতিবার সুপারিশ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ গত সোমবার জাতীয় সংসদে বলেছেন, "জুলাই যোদ্ধাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা সর্বসম্মত হয়েছি।" গত জানুয়ারিতে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬' জারি করেন রাষ্ট্রপতি। ২৫ জানুয়ারি রাতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ থেকে অধ্যাদেশের গেজেট জারি করা হয়েছে। গেজেটে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তারিখ উল্লেখ না থাকায় এই দুই মাস পুরোটাই অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্তই থাকছে এই দায়মুক্তির আওতায়। প্রশ্ন উঠেছে, এই অধ্যাদেশ কি সংসদে হুবহুই পাস হবে, নাকি এর আওতায় আসতে পারে সংশোধন! ৯ এপ্রিল এই অধ্যাদেশ বিল আকারে সংসদে তোলা হবে বলে ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন অধ্যাদেশ সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেছেন, "এর আগে বিলের বিষয়ে কিছু বলা যাবে না। আমরা সুপারিশ করে জমা দিয়েছি। সংসদে ওঠার পরই বিস্তারিত জানতে পারবেন।"

মানবাধিকার কর্মীরা প্রশ্ন তুলেছেন, "এই সময় যদি কোনো নিরীহ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হন, তার পরিবারের সদস্যরা তো মানবাধিকার বঞ্চিত হবেন। আবার ৮ আগস্ট নতুন সরকার গঠন হয়েছে, তারপরও কেন ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দায়মুক্তি? ৫ আগস্টের পর অনেকের বাড়িঘরে হামলা হয়েছে, হত্যা হয়েছে, তারা কেন বিচার চাইতে পারবে না?" যদিও ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দায়মুক্তির পক্ষে না বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি। সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমীন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমরা বলেছি, ৮ আগস্ট পর্যন্ত দায়মুক্তি দিতে হবে। ৮ আগস্ট তো নতুন সরকার গঠন হয়েছে, ফলে ওই সময় কিছু হলে, তার দায় ওই সরকারকেই নিতে হবে। আর 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে' অন্য কোনো দায়মুক্তির সঙ্গে মেলানো যাবে না।" জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ডয়চে ভেলের কাছে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, "জুলাই অভ্যুত্থান করে যেহেতু সরকারের পতন হয়েছে, ফলে পতনের দিন পর্যন্ত বা পরের যে তিনদিন সরকার ছিল না, সে সময় পর্যন্ত দায়মুক্তি হতে পারে। কিন্তু ৮ আগস্ট তো নতুন সরকার হয়েছে। ওই সরকারের প্রধান ড. ইউনূস সারাবিশ্বে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন, তার সময়ে বাংলাদেশে কী হয়েছে, তা তো জনগণ দেখেছে। তারা মব সন্ত্রাসকে উসকে দিয়েছেন। ফলে তার শাসনামলে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার দায়ভার তাকে নিতে হবে। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দায়মুক্তি দেওয়া ঠিক হবে না। পাশাপাশি, আন্দোলনের সময় যদি কোনো নিরীহ মানুষ মারা যান, তার পরিবার যদি বিচার না পায়, তাহলে তাদের কি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে না?"

দায়মুক্তির অধ্যাদেশে কী বলা হয়েছে?

সরকার পতনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও আইনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গণ-অভ্যুত্থানকারীদের মামলায় না জড়ানোর বিধান রেখে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬' জারি করেন রাষ্ট্রপতি। ২৫ জানুয়ারি রাতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ থেকে অধ্যাদেশের গেজেট জারি করা হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানকালে রাজনৈতিক প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংঘটিত কার্যাবলী থেকে জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে। অধ্যাদেশে বলা হয়, ছাত্র-জনতা ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন ঘটানোর মাধ্যমে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সর্বাত্মক গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে, যা পরবর্তীকালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান চলাকালীন ফ্যাসিবাদী সরকারের নির্দেশে পরিচালিত নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ এবং জনশৃঙ্খলা পুনর্বহাল ও নিশ্চিত করতে আত্মরক্ষাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এতে আরও বলা হয়, এ প্রতিরোধ কর্মে এবং জনশৃঙ্খলা পুনর্বহাল ও নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী গণ-অভ্যুত্থানকারীদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬ অনুযায়ী সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই এ প্রেক্ষাপটে অধ্যাদেশটি করা হয়েছে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের কারণে গণ-অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা বিধান অনুযায়ী প্রত্যাহার করা হবে। এ বিষয়ে নতুন কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা গণ-অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের আইনত করা যাবে না। কোনো গণ-অভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করার কারণে দায়ের করা হলে পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকারনিযুক্ত কোনো আইনজীবীর প্রত্যয়নের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন দাখিল করা হবে। আবেদন দাখিলের পর আদালত এ মামলা বা কার্যধারা সম্পর্কে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবেন না। এ মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অবিলম্বে অব্যাহতি বা খালাস পাবেন বলে অধ্যাদেশে জানানো হয়েছে।

তবে অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কোনো গণ-অভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের অভিযোগ থাকলে, তা মানবাধিকার কমিশনে দাখিল করা যাবে এবং কমিশন অভিযোগ তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ যা কিছু থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাহিনীতে (পুলিশ বা অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী) কর্মরত ছিলেন, সেক্ষেত্রে কমিশন ওই প্রতিষ্ঠান বা বাহিনীতে বর্তমানে বা আগে কর্মরত কোনো কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দিতে পারবে না। তদন্ত চলাকালে আসামিকে গ্রেফতার বা হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করবেন। কমিশনের তদন্তে যদি দেখা যায়, অভিযোগটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অপরাধমূলক অপব্যবহার ছিল, তাহলে কমিশন সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রতিবেদন দেবে। আদালত সেটিকে পুলিশ প্রতিবেদন হিসেবে গণ্য করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে। কমিশনের তদন্তে যদি দেখা যায়, অভিযোগে উল্লিখিত কাজ রাজনৈতিক প্রতিরোধের অংশ ছিল, সেক্ষেত্রে কমিশন উপযুক্ত মনে করলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সরকারকে আদেশ দিতে পারবে।

নিহত পুলিশ সদস্যদের পরিবার কী বলছে?

৫ আগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় হামলা করে চারজন পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে হত্যার পর থানায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ওইদিন থানার ভেতরে দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা করা হয় কনস্টেবল আব্দুল মজিদকে। এই হত্যার ঘটনায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ি থানায় অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করেন তার স্ত্রী শাহজাদি বেগম। দুই ছেলেকে নিয়ে বর্তমানে নীলফামারিতে বাবার বাড়িতে আছেন শাহজাদি বেগম। টেলিফোনে ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "আমার স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। সেখান থেকে এনে তার হাত-পায়ের রগ কেটে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমার মামলাটির কী অবস্থা, তা জানি না। দুই ছেলেকে নিয়ে অনেক কষ্টে আছি। না পুলিশের কর্মকর্তা, না সরকারের কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কেউ সান্ত্বনা পর্যন্ত দিতে আসেনি।" সরকার এখন এই হত্যাকাণ্ডের দায়মুক্তি দিচ্ছে। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, "দায়মুক্তি তো শেষ কথা না, একদিন না একদিন এর বিচার হবেই। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকব।" ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকসহ ১৫ জন পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের কারও কারও লাশ গলায় রশি বেধে ঝুলিয়ে রাখা হয়, কারও লাশ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশের একজন কর্মকর্তা বাদি হয়ে এনায়েতপুর থানার তৎকালীন ওসি আব্দুর রাজ্জাকের ছোটো বোন মাউনজেরা খাতুন আলিফ ঢাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালের টেকনোলজিস্ট। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। আমাদের পরিবারকে কেউ সান্ত্বনা পর্যন্ত দিতে আসেনি। বরং আমরাই থানায় অনেকবার যোগাযোগ করেছি, পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য। কিন্তু এখনও পাইনি।" চার ভাই আর চার বোনের মধ্যে আব্দুল রাজ্জাক ছিলেন সবার বড়ো। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ায় তার কোনো সন্তান নেই। দায়মুক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে মাউনজেরা খাতুন আলিফ বলেন,

"ফৌজদারি অপরাধ কোনোদিন তামাদি হয় না। ফলে নিরীহ এই পুলিশ সদস্যদের নৃশংস হত্যার বিচার একদিন এই বাংলাদেশে হবেই।"

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী থানায় হামলা, অগ্নিসংযোগ ও পুলিশ কনস্টেবলকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় তখন তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পরে গ্রেফতারকৃতরা আদালতে নিজের দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছিলেন। টিকটকে পুলিশের অস্ত্র নিয়ে একজনের ছবি পোস্ট করা দেখে এলাকার মানুষ পুলিশকে খবর দেয়। তখন পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ওই থানা থেকে ২৯টি অস্ত্র লুট হয়েছিল। সেগুলো উদ্ধার হয়নি। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। গত ২০ জুলাই থেকে ১৪ আগস্টের মধ্যে এসব পুলিশ সদস্য মারা গেছেন। সবচেয়ে বেশি ২৫ পুলিশ সদস্য মারা গেছেন ৫ আগস্ট। আগের দিন ৪ আগস্ট মারা গেছেন ১৫ জন। এ ছাড়া চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ জুলাই দু-জন, ২১ জুলাই এক ও ১৪ আগস্ট এক পুলিশ সদস্য মারা গেছেন। তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ২১ জন মারা গেছেন কনস্টেবল পদমর্যাদার সদস্য। এ ছাড়া নিহত ব্যক্তিদের তালিকায় ১১ জন উপ-পরিদর্শক, সহকারী উপ-পরিদর্শক ৮, পরিদর্শক ৩ ও একজন নায়েক রয়েছেন। একক থানা হিসেবে সবচেয়ে বেশি ১৫ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানায়।

সংসদে কী বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পুলিশ হত্যার বিচারের বিষয়ে জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ গত সোমবার বলেছেন, "জুলাই যোদ্ধাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা সর্বসম্মত হয়েছি।" এদিন রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতার হোসেন প্রশ্ন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, "জুলাই আন্দোলনের সময় পুলিশ নানা ধরনের হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছে, মানুষের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে। সেই বিষয়গুলোতে বিচারবিভাগীয় তদন্ত বিচার বিভাগের কার্যক্রমের বাইরে এসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার ডিপার্টমেন্টাল কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কি না এবং এই মুহূর্তে 'পুলিশ হত্যা' নামক একটা ফ্রেম ব্যবহার করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আগস্টের এই ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তিতে। আমরা সেক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্পষ্টভাবে জানতে চাই, এই যে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হচ্ছে, পুলিশ বাহিনীর ভেতরে, সেক্ষেত্রে এটা যে ঘাতক, তারা যে ঘাতক ছিল, তাদের যে এক ধরনের শাস্তির বিধান হয়ে গেছে, সেই বিষয়ে যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে, সেই বিশৃঙ্খলাগুলো দূরীকরণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ আছে কী না, তা আপনার মাধ্যমে জানতে চাই।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ উত্তরে বলেন, "আমি ইচ্ছা করলে সদস্যকে একটা আলাদা নোটিশ দেওয়ার জন্য আহ্বান করতে পারতাম, কিন্তু এটা একটা বিশাল রাজনৈতিক প্রশ্ন। যেমন জুলাই যোদ্ধাদের ইনডেমনিটি দেওয়ার বিষয়ে, আইনি এবং সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। সেখানে এই ইনডেমনিটি প্রদানের এই অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে বিগত ইন্টেরিম গভর্নমেন্টের সময় 'জুলাই যোদ্ধা সুরক্ষা অধ্যাদেশ' নামে একটা অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। সেটা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে এখানে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে-সব বিষয়ে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন ফেসবুক পেজসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করছে, এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হবে কি না এবং তারা বিভিন্ন দাবি করছে আমি সেই বিষয়েও আরেকটা অনুষ্ঠানে আগে আমি বলেছিলাম, তাহলে কি মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিচার করা হবে ১৯৭১ সালে রাজাকার হত্যার বিরুদ্ধে?

যদি এখন কেউ মামলা নিয়ে আসে?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, "গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজপথে অভ্যুত্থানকারী-আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যারা হানাদার বাহিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, ম্যাসাকার করেছে, গণহত্যা করেছে, জনতার প্রতিরোধের মুখে কেউ কেউ হয়ত প্রাণ হারিয়েছে, কেউ কেউ আহত হয়েছে। কিন্তু সেটা যুদ্ধের ময়দানে ফয়সালা হয়ে গেছে এবং সেখানে জুলাই যোদ্ধাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা এই অধ্যাদেশ এখানে গ্রহণ করার জন্য সবাই সর্বসম্মত হয়েছি।"

আইন বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

৫ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত নানা ধরনের হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য অপরাধের সঠিক তালিকা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছেও নেই। ফলে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এই দায়মুক্তির আওতায় ঠিক কোন কোন ধরনের অপরাধের দায়মুক্তি ঘটছে, সেটিও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু দায়মুক্তির সময়ের মধ্যে যদি কোনো একজন নিরীহ মানুষ খুন হয়ে থাকেন, তাহলে তো তার পরিবারও বিচার বঞ্চিত হবেন? জানতে চাইলে ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের প্রথমে দেখতে হবে, দায়মুক্তি কেন ৩১ আগস্ট পর্যন্ত? ৮ আগস্ট তো নতুন সরকার হয়েছে। এখন তারা বিল উত্থাপন করলে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারব। এখন কথা হলো, আইন অনুযায়ী এই সময়ে আর বিচার চাওয়ার সুযোগ থাকবে না।" সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে-কোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ওই অঞ্চলে প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোনো কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।" এই

বিষয়ে ব্যাখ্যা এবং এটা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে জানতে চাইলে ব্যারিস্টার জোর্তিময় বড়ুয়া ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এই ধারা বলেই তো দায়মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এখানে বাহিনীর কথা যেমন বলা হচ্ছে, তেমনি শেষে বলা হয়েছে অন্য কোনো কার্য, এর মধ্যে আপনি সবকিছু আনতে পারবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনোটার পক্ষ বা বিপক্ষ নিচ্ছি না। আমি শুধু বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করছি। আর যে কেউ চাইলে তো আদালতে প্রতিকার চাইতেই পারেন।

এছাড়া, আগেও তো দায়মুক্তি বাতিল হয়েছে। দায়মুক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "দায়মুক্তির সিদ্ধান্তের বিষয়টি রাজনৈতিক ব্যাপার। শেখ হাসিনার সরকার তো এমনিতেই চলে যেত না, ওই সরকারকে বিচার করতে তো একটা অভ্যুত্থান করতে হয়েছে। এতে অনেক মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। এর বিনিময়ে তো আপনি বিজয় অর্জন করলেন। এখন প্রশ্ন হলো, ৫ তারিখে শেখ হাসিনা চলে গেলেন। ৬ তারিখে আপনি একটি থানায় আগুন দিলেন, সেটাকে কি অভ্যুত্থান বলবেন? ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দায়মুক্তি দিতে হবে কেন? এটা কোন আইনে কাভার করে? ৫ আগস্টের পর আপনারা বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে গিয়ে আগুন দিয়েছেন, সেটা তো অভ্যুত্থান না। আমরা বলছি, এগুলো বিচার হতে হবে। ৫ আগস্ট পর্যন্ত করলে যুক্তি থাকত। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, ফৌজদারি অপরাধ কখনও তামাদি হয় না। ২০-৩০ বছর আগের মতো অবস্থা কিন্তু এখন না। এখন আমরা দেখছি, ১৭ বছর আগে কী হয়েছে, সে বিষয়ে মামলা হচ্ছে। এগুলো আদালতে বিচারের বিষয়। আবার আমরা দেখেছি, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সেটা আবার বাতিল করে বিচারও হয়েছে। ফলে কখন কী হয়, সেটা দেখতে হবে।"(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

অধ্যাদেশ ইস্যুতে গুরুতর প্রশ্নের মুখে বিএনপি

স্বাধীন বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কমিশন, গুম প্রতিরোধ, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার- সবই ঝুলছে অনিশ্চয়তায়। সংসদীয় কমিটি ২০টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ অনুমোদন করেনি। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত সময়। তীব্র সমালোচনার মুখে বিএনপি সরকার। সংস্কার ইস্যুতে ব্যাপক সমালোচনা মুখে পড়েছে বিএনপি। বিশেষ করে, স্বাধীন বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কমিশন, গুম প্রতিরোধ ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ অনুমোদন না করার সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সংবিধান সংস্কার ইস্যুতে এই অচলাবস্থার ফলে অন্তবর্তী সরকারের আমলে করা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের নানা উদ্যোগ বাস্তবায়িত না হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, "ওই সংস্কারগুলো আরো শক্তিশালী করা হবে। নতুন বিল আনা হবে। সরকার স্বাধীন বিচার বিভাগের পক্ষে।" অন্তবর্তী সরকারের সময়ে ১৮ মাসে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাই করে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি ১১৩টি অনুমোদনের সুপারিশ করেছে। বাকি ২০টির মধ্যে চারটি বাতিল করা এবং ১৬টি এখনই সংসদে বিল আকারে না তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। এই ১৬টি পরবর্তী সময়ে যাচাই-বাছাই করে অধিকতর শক্তিশালী করে নতুন বিল উত্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে ২০টি অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাতে যাচ্ছে। এর মধ্যে আছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগসংক্রান্ত একটি, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়সংক্রান্ত দুইটি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসংক্রান্ত তিনটি, গুম প্রতিরোধসংক্রান্ত দুইটি, দুদকসংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ অধিবেশন বসার পর ৩০ দিনের (ত্রিশ দিন) মধ্যে উত্থাপিত অধ্যাদেশটি অনুমোদন বা পাস করতে হয়। এই সময়ের মধ্যে পাস না হলে বা সংসদ অনুমোদন না দিলে অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা বাতিল বা তামাদি (ল্যাপস) হয়ে যায়। অর্থাৎ, সংসদে উত্থাপন করা না হলে ১০ এপ্রিলের পর ওই অধ্যাদেশগুলোর কার্যকারিতা হারাবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতদূর

অন্তবর্তী সরকার ২০২৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ করে। তাতে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করবে 'সুপ্রিম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল'। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্বতন্ত্র এই কাউন্সিল যোগ্য ব্যক্তির নাম রাষ্ট্রপতি বরাবর সুপারিশ করবে। কিন্তু বর্তমান সরকার এই অধ্যাদেশ অনুমোদন করছে না। ফলে নতুন আইন না হওয়া পর্যন্ত বিচারক নিয়োগ আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। বিদ্যমান সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে বিচারক নিয়োগ দেবেন। কিন্তু ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা আছে, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য কাজ করবেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী। জুলাই জাতীয় সনদে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে সংবিধানে স্বাধীন 'জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল' গঠনের বিধান যুক্ত করার সুপারিশ আছে। এটিতে অবশ্য বিএনপির ভিন্নমত ছিল। দলটি বলেছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত সব প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে। বিচারকাজে নিয়োজিত বিচারকদের পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা ও ছুটিবিষয়ক সব সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় এই সচিবালয়ের হাতে থাকবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং সচিবালয়ের সচিব প্রশাসনিক প্রধান হবেন। আর্থিক ক্ষমতাও দেওয়া হয়। এই অধ্যাদেশ বিচার বিভাগ তথা অধস্তন আদালতের ওপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব খর্ব করার পথ তৈরি করেছিল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি জরুরি পদক্ষেপ।

গুম প্রতিরোধ, মানবাধিকার কমিশন, দুদক এবং অন্যান্য

গুম প্রতিরোধে প্রথমবারের মতো ২০২৫ সালে একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল অন্তবর্তী সরকার। গুম থেকে সব ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশনের বিধান বাংলাদেশের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এ অধ্যাদেশ করা হয়। এতে গুমকে 'চলমান অপরাধ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এটিও আপাতত অনুমোদন করা হচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর করতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন এনে অধ্যাদেশ করেছিল অন্তবর্তী সরকার। অধ্যাদেশে কমিশনকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তে ক্ষমতা দেওয়া হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডে একটি কার্যকর 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস করা এর উদ্দেশ্য। দুদকের তদন্ত ও গোপন অনুসন্ধান ক্ষমতা বাড়িয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি করা হয় ২০২৫ সালে। এতে সরাসরি এজাহার দায়েরের বিধান, বিদেশে সংঘটিত অপরাধসহ গুরুতর আর্থিক অপরাধকে আইনের আওতায় আনা, কমিশনের সদস্য বাড়ানোর বিধান করা হয়। কিন্তু এই অধ্যাদেশগুলোও অনুমোদন করা হচ্ছেনা।

অধ্যাদেশের অনুমোদন যে কারণে প্রয়োজন

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. শরীফ ভুঁইয়া বলেন, "বিচার বিভাগসহ আরো যে অধ্যাদেশগুলো এখন গ্রহণ করা হচ্ছে না, তাতে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে যেটুকু এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি হয়েছিল, তা এখন পিছিয়ে পড়বে। বিচার বিভাগ আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। কিন্তু আলাদা সচিবালয় তো এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাহলে তার কী হবে? আর দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে তো বিচার বিভাগ স্বাধীন করার কথা বলা হয়েছে।" "একইভাবে মানবাধিকার কমিশন, গুম কমিশন, দুদক সংক্রান্ত যে-সব অধ্যাদেশ পাস হচ্ছে না, তাতেও জটিলতার সৃষ্টি হবে। মানবাধিকার কমিশন তো আবার পুনর্গঠন করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষা এবং গুম প্রতিরোধে তাদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, তা তো আর থাকছে না। গুম থেকে ব্যক্তি ও পরিবারগুলোর সুরক্ষাও তো থাকবে না," বলেন তিনি। তিনি বলেন, "সরকার যদি এগুলোকে আরো শক্তিশালী করতে চায়, নতুন আইনের মাধ্যমে, তাহলে তো অধ্যাদেশগুলো অনুমোদন করেও করা যেত। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে, তাতে তো আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। আগে যে রকম ছিল, সে রকমই হচ্ছে। তাতে লাভ কী হলো। আরো একটি শূন্যতা তৈরি হবে।" ড. শরীফ ভুঁইয়া জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আইন উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেছেন। তার মতে, "এগুলো তো সংবিধান সংস্কার নয়, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। আর এই সংস্কার আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে কেন বাধা তৈরি হবে?"

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান অন্তবর্তী সরকারের দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, "যে-সব অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হচ্ছে না, সেগুলো বিচার বিভাগ, দুদক, মানবাধিকার কমিশন ও গুমসংক্রান্ত। বিএনপির ৩১ দফা ও নির্বাচনি ইশতেহারেও তারা সংস্কারের কথা বলেছে। কিন্তু এখন তারা পিছু হটছে, যা দুঃখজনক।" ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "তবে বিএনপির এই অবস্থানে আমি অবাক হচ্ছি না। কারণ অতীতেও দেখেছি, আমলাতন্ত্র রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণ করে। বিএনপির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আমি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য হিসেবেও তখন দেখেছি, তারা বারবার বলেছে, সরকারের হাত-পা বেধে দেওয়া যাবে না। তারা এখন এই সংস্কারকে মনে করছে সরকারের হাত-পা বেধে দেওয়া। কিন্তু এটা একটা কার্যকর রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন। তাদের বাধার কারণে এখন আমরা ঠেকে গেছি।" "আসলে যে-সব সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে, তা একটা কার্যকর রাষ্ট্রের জন্য দরকার। বিএনপি ও তার নেতা-কর্মীরাও কিন্তু গুমের শিকার হয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। বিচার বিভাগের দলীয়করণের শিকার তারাও হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে, কোন উদ্দেশ্যে, কোন কারণে তারা এখন এগুলো সংস্কারের বিরোধিতা করছে," প্রশ্ন তার। তার কথা, "আমরা তো একটা জবাবদিহিমূলক সরকার চাই। সেটা না করতে পারলে কেন এত আত্মত্যাগ।"

সংসদে সমাধান না হলে রাজপথে যাওয়ার হুমকি বিরোধীদের

জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির বৈঠকে এই অধ্যাদেশগুলো সংসদে অনুমোদনের পক্ষে অবস্থান ছিল প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর। গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে সংসদ থেকে ওয়াক আউটও করেছে দলটি। শনিবার বিকালে ঢাকায় জামায়াতের নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোট জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এবং গণভোটের আলোকে সংবিধান সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। তাদের কথা, তারা সংসদে কথা বলবেন, একইসঙ্গে রাজপথে আন্দোলন করবেন। কোনোভাবে "ফ্যাসিবাদ" ফিরে আসতে দেবেন না। জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "যদি ওই অধ্যাদেশগুলো অনুমোদন না পায়, তাহলে তো গুম আগের মতোই চলবে। দুদক তো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। বিচার বিভাগও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। গুমের শিকার যারা হবেন, তারা তো সুরক্ষা পাবে না। পুলিশের দৌরাত্ম্য কমবে না। তারা নির্বাহী বিভাগের প্রভাবে থাকলে তো আর কাজের কাজ কিছু হবে না।" তার কথা, "বিচার বিভাগ যদি সরকারের আজ্ঞাবহ হয়, তাহলে তো সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে না। বিচারপতি খায়রুল হক সাহেব কী করে গেছেন? তার কারণেই তো সব সংকট তৈরি হয়েছে। আমরা তো আজ্ঞাবহ বিচার বিভাগ চাই না।" "বিএনপির ৩১ দফা, নির্বাচনি ইশতেহারে কিন্তু এইসব

সংস্কারের কথা আছে। কিন্তু এখন তারা কার কথায়, কোন উদ্দেশ্যে বা কী কারণে তারা এখন সরে আসছে, তা বলতে পারছি না," বলেন তিনি। আর বিরোধী দল এনসিপির সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমি একটিই কমেন্ট করব। বিএনপি ইজ হাইজ্যাকড। আমি বাইরে এনিয়ে আর কোনো কমেন্ট করবো না, যা বলার সংসদে বলবো।"

সরকার আসলে কী করতে চায়?

এই সবের জবাবে সংসদে চিফ হুইপ এবং বিশেষ কমিটির সদস্য নুরুল ইসলাম মনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আসলে নতুন সুযোগ তৈরির জন্য কিছু অধ্যাদেশ ল্যাপস হয়ে যাচ্ছে। এখানে আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। বিচার বিভাগকে আমরা আরো স্বাধীন করার জন্য সংসদে আরো শক্তিশালী বিল আনব। এখন যা আছে, তা খণ্ডিত স্বাধীনতা। আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিল আনব।" "আমরা তো সাফারার। তাই আমরা গুম প্রতিরোধ, মানবাধিকার কমিশন, দুদক- এই সবগুলো নিয়েই কাজ করব। আমরা গুম প্রতিরোধে আরো ভালো আইন করবো। কারণ আমরা এর ভুক্তভোগী। দুর্নীতি দমন কমিশন যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। রাজনৈতিকভাবে যাতে কাউকে হয়রানি না করা হয়, তার জন্য সঠিক আইন করবো। মানবাধিকার কমিশনও আমরা একইভাবে স্বাধীন করবো," বলেন তিনি। তিনি মনে করেন, "এসব অধ্যাদেশ নিয়ে কোনো হইচই বা রাস্তায় কোনো আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন আইন করবো। এজন্য রাস্তা বন্ধ করার কী আছে?" এদিকে সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য নতুন আইনের উদ্যোগ নিয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

স্পিকারের সহধর্মিণীর জন্য দোয়া মাহফিলে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রমের সহধর্মিণী দিলারা হাফিজের রুহের মাগফেরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (৫ এপ্রিল) বাদ মাগরিব জাতীয় সংসদ ভবনের মসজিদে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মাহফিলে উপস্থিত মুসল্লিরা মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৮ মার্চ ইন্তেকাল করেন স্পিকারের সহধর্মিণী দিলারা হাফিজ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

সংবিধান সংস্কার হয় না বরং স্থগিত বা সংশোধন হয় : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সংবিধান কখনও সংস্কার হয় না বরং এটি রহিত, স্থগিত বা সংশোধন হয় বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। রোববার (৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে জুলাই জাতীয় সনদ ও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি সংবিধান সংশোধনের জন্য সব দলের সমন্বয়ে একটি 'বিশেষ সংসদীয় কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অভিপ্রায়কে আমরা সম্মান জানাতে চাই। ২৪-এর জুলাই জাতীয় সনদ ও জুলাই ঘোষণাপত্রের নির্যাসকে আমরা সংবিধানে ধারণ করার অঙ্গীকার করেছি। এটি চতুর্থ তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে মনে রাখতে হবে, ৭১-এর স্বাধীনতার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। সালাহউদ্দিন বলেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অনেক 'লেজিসলেটিভ ফ্রড' বা আইনি প্রতারণা করা হয়েছে। হাইকোর্ট এরই মধ্যে এর কিছু অংশ অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। বাকি অংশগুলো এই সার্বভৌম সংসদই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাতিল বা সংশোধন করবে। বিশেষ করে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর তফশিলে যে ভুল ইতিহাস ও তথাকথিত স্বাধীনতার ঘোষণা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি সংকট 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা', প্রভাব পড়বে দ্রব্যমূল্যে : অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জ্বালানি সংকট 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'-এর মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। শুধু জ্বালানি নয়, এর প্রভাব পড়ছে সব ধরনের পণ্য, খাদ্যদ্রব্য এবং পুরো সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর। ফলে আগামী দিনে দ্রব্যমূল্য বাড়বে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত ন্যাশনাল মাল্টিস্টেক হোল্ডার কনসাল্টেশন কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, জ্বালানি সংকট কোনো একক দেশের সমস্যা নয়; বরং বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রভাব। যুক্তরাষ্ট্রে তেলের দাম দ্বিগুণ হয়েছে, শ্রীলঙ্কায় বেড়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। বাংলাদেশে এখনো দাম বাড়ানো হয়নি, তবে কতদিন তা সম্ভব হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী জানান, নির্বাচিত সরকার হিসেবে জনগণের ওপর চাপ কম রাখতে চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এক সময় এই চাপ বহন করা সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়তে পারে। যদি সরকারি তহবিল এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত এর প্রভাব জনগণের ওপরই পড়বে। তাই বিষয়টি বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

সচিবালয়ে হচ্ছে ২১ তলা আধুনিক ভবন, ব্যয় ৬৪৯ কোটি টাকা

বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২১ তলা বিশিষ্ট আধুনিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪৯ কোটি ২৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা। গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের সব আয়োজন এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রাণকেন্দ্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। সরকারি অর্থায়নে ২০২৯ সালের জুন মেয়াদের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের আসন্ন সভায় উপস্থাপিত হচ্ছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের প্রথম একনেক সভা আগামী ৬ এপ্রিল। রাজধানীর পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক সভাপতি তারেক রহমান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

চাঁদাবাজির মামলায় খালাস পেলেন আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি মোজাম্মেল

২৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে করা এক মামলায় শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হককে খালাস দিয়েছেন আদালত। রোববার ঢাকার ১৪ নম্বর মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মাহমুদা আক্তার এ আদেশ দেন। বিএম মোজাম্মেলের আইনজীবী মো. লিটন মিয়া বলেন, মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগে করা এই মামলায় রোববার মোজাম্মেলকে আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় মামলার বাদীও আদালতে উপস্থিত ছিলেন। উভয়পক্ষের মধ্যে আপোশ-মীমাংসা হয়ে গেছে। মামলাটির চার্জ গঠনের পর বাদী তার জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে বাদী মোজাম্মেলকে নির্দোষ দাবি করেন। বাদীর জবানবন্দি গ্রহণের পর আদালত রায় ঘোষণা করেন। এর আগে, গত ১ এপ্রিল মামলার বাদী খলিলুর রহমান আপোশ করে আসামির খালাসে আপত্তি নেই বলে আদালতে জবানবন্দি দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের অফিস সহকারী সাইদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০১৫ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ নেতা বিএম মোজাম্মেল হক ভিকটিম খলিলুর রহমানকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্ট লোকজনের মাধ্যমে ধানমন্ডির একটি অফিসে ডেকে নেন। সেখানে নির্বাচনি খরচ বাবদ তার কাছে ২৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা পরিশোধের জন্য তাকে তিনদিনের সময় দেওয়া হয়, অন্যথায় গুম করার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তী সময়ে শরীয়তপুরে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ও হুমকি দিয়ে তার ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য করা হয় বলেও মামলায় দাবি করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

সিলেটে হামের টিকার দ্বিতীয় ডোজ থেকে বঞ্চিত হাজারো শিশু

সিলেটে নিয়মিত হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রম চললেও, তদারকির ঘাটতি ও সচেতনতার অভাবে প্রতি বছরই হাজারো শিশু দ্বিতীয় ডোজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে যেমন পিছিয়ে পড়ছে স্বাস্থ্য বিভাগ, তেমনি হামের ঝুঁকিতেও থাকছে শিশুরা। শুধু তাই নয়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও রয়েছে বড়ো ঘাটতি। খোদ, সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অর্জন অনেক কম। চিকিৎসকরা বলছেন, হামের দ্বিতীয় ডোজ না দেওয়ায় ঝুঁকিতে পড়তে পারে শিশুরা। সম্প্রতি সারা দেশের মতো সিলেটেও বাড়ছে হাম আক্রান্তদের সংখ্যা। সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের তথ্যমতে, সিলেটে শনিবার পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৭০ জন। শেষ ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা করে ৮ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে ৩০ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। গত তিন বছরে সিলেটে হাম-রুবেলা টিকার সরকারি তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জেলায় টিকার লক্ষ্যমাত্রা যেমন কমছে, তেমনি প্রতি বছর টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজ থেকে ঝরে পড়ছে গড়ে আড়াই হাজারেরও বেশি শিশু। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

দোকানপাট, শপিংমল খোলা থাকবে ৭টা পর্যন্ত

মালিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দোকানপাট ও শপিংমল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রোববার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে সন্ধ্যা ৬টায় দেশের সব দোকানপাট ও শপিংমল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রিসভা। তবে, রাত ৮টা পর্যন্ত ব্যবসা করার সুযোগ চেয়ে সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির নেতারা। তারা বলছেন, প্রয়োজনে সকাল ৯টার পরিবর্তে বেলা ১১টায় দোকানপাট খুলতে চান। তবে সন্ধ্যা ৬টার পরিবর্তে রাত ৮টা পর্যন্ত ব্যবসা করার সুযোগ চান তারা। ব্রিফিংয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেন, "দোকান মালিক সমিতি আমাদের কাছে একটি আবেদন করেছিল, যাতে তাদের কমপক্ষে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার সুযোগ দেই। যদিও মন্ত্রিসভা বৈঠকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী দোকান মালিক সমিতির আবেদন এবং অনুরোধ বিবেচনা করে পুনর্মূল্যায়ন করে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অবশ্যই জরুরি সেবা যারা দেয়, তারা এর আওতার বাইরে থাকবে।" তিনি বলেন, একইসঙ্গে সবাইকে বলব, আমরা নিজ বাসাবাড়িতে, আমরা নিজ কর্মস্থলের জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী

হই। আমরা যদি জ্বালানি সাশ্রয়ী করি, তাহলে ইনশাল্লাহ আগামী দিনে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সহজ হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো গোপন চুক্তি নেই : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো গোপন চুক্তি নেই এবং জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতাও নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। রোববার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সাম্প্রতিক বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষ করে জ্বালানি, বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতা নিয়ে সাধারণ আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো দাতা এবং তাদের সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। জ্বালানি খাতে সহযোগিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে। যদিও আলোচনার কিছু বিষয় গোপনীয়তার কারণে প্রকাশ করা যাচ্ছে না, তবে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

জেলায় জেলায় চলছে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি

দেশের বিভিন্ন এলাকায় হামের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। দেশের ৩০টি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলায় রোববার সকাল ৯টা থেকে এই টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। টিকা দেওয়া হবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। গাজীপুর সদর উপজেলার ভাওয়াল মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে হাম রুবেলা প্রতিরোধে জরুরি টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত। এসময় তিনি বলেন, দেশের সকল শিশুদের টিকা নিশ্চিত করতে পারলে আমরা নিরাপদ হবো। আমাদের দেশের শিশুরা সুস্থ নিরাপদ থাকবে। আমরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ইনশাল্লাহ টিকার কোনো রকম ঘাটতি হবে না। টিকাদান কর্মসূচিতে বিশ্বের কয়েকটি স্বাস্থ্য সংস্থা সহযোগিতা করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি আরও ১৯ শিশু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে হামের লক্ষণ নিয়ে শিশু ভর্তি বাড়ছেই। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১৯ শিশু হাসপাতালের হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে মোট ৬৩ শিশু। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ১৭ মার্চ থেকে রোববার সকাল ৯টা পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে মোট ২২৪ শিশু ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ১৫৫ শিশু এবং ৬ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৬৩ শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে আরও ২৪ শিশু। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাম মেডিকেল দলের ফোকালপারসন সহযোগী অধ্যাপক মোহা. গোলাম মাওলা বলেন, সর্বনিম্ন ৩ মাস থেকে ১০ বছর বয়সি রোগী হাসপাতালে ভর্তি আছে। তবে হাসপাতালে ৬ মাস থেকে ১ বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা বেশি। সব রোগীদের যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীর হাতে দুটি দুর্লভ ছবি তুলে দিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। রোববার দুপুরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাদের মধ্যে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রদূত এসময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাতে দুটি ছবি এবং হোয়াইট হাউজের একটি রেপ্লিকা তুলে দেন। একটি ছবিতে রয়েছেন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এবং অপর ছবিতে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র। এ সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

৩ মাসের জ্বালানির মজুত নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার : জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

সব ধরনের জ্বালানির তিন মাসের মজুত নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। রোববার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান। তিনি বলেন, যাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি ছিল, বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে তারা অনেকেই ফোর্স মেজর ডিক্লেয়ার করেছে। এজন্য জ্বালানি সংগ্রহে আমাদের নতুন নতুন উৎস অনুসন্ধান করতে হয়েছে। আমরা কিছু ভালো সোর্স পেয়েছি। তাদের অনেকের সঙ্গে আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। যদি এটা বাস্তবায়ন হয়, আমরা প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে আগামী তিন মাসের জ্বালানি সংগ্রহ করার জন্য সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। এটা ডিজেলের ক্ষেত্রে। আর পেট্রোল ও অকটেনের ক্ষেত্রে আনুমানিক তিন মাসের মতো আমরা কিন্তু নিশ্চিত করতে পেরেছি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী তিন মাসের জন্য জ্বালানি সংরক্ষণের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এপ্রিল মাসের ডিজেলের চাহিদা পূরণের প্রস্তুতি এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন ও ছালেহ শিবলী

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র হলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন ও প্রেস সচিব আবু আব্দুল্লাহ এম ছালেহ শিবলী। রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ২৮(৪) অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক তথ্য প্রেস, মিডিয়া অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রচার ও প্রদানের ক্ষেত্রে মাহদী আমিন ও আবু আব্দুল্লাহ এম ছালেহ মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

ট্রাকপ্রতি ভাড়া বেড়েছে ৫-৬ হাজার, দ্রব্যমূল্যে প্রভাব পড়ার শঙ্কা

জ্বালানি তেল সংকটের প্রভাব পড়েছে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরের বাণিজ্যে। দেশের অভ্যন্তরের পণ্য পরিবহণে গুনতে হচ্ছে বাড়তি ভাড়া। গন্তব্য অনুযায়ী ভাড়া বেড়েছে ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত। সবচেয়ে বেশি ভাড়া বেড়েছে চট্টগ্রাম ও সিলেট রুটে। পরিবহণ ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চট্টগ্রাম রুটে ১৫ টন পণ্য পরিবহণে আগে গুনতে হতো ২৫ হাজার টাকা ভাড়া। এখন সেখানে গুনতে হচ্ছে ৩০-৩১ হাজার টাকা পর্যন্ত। ঢাকা রুটে ১৭ হাজার টাকার ভাড়া গুনতে হচ্ছে ২১ হাজার টাকারও বেশি। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন বন্দরের ব্যবসায়ীরা। ট্রাক ভাড়া বাড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন চট্টগ্রাম থেকে আসা ব্যবসায়ী আব্দুস সুবহান। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, "আসলে দেশে তেলের (ডিজেলের) তেমন সমস্যা নেই। পর্যাপ্ত তেল নিয়েই ট্রাকগুলো চলাচল করছে। তেল সংকটের অজুহাতে ট্রাকের ভাড়া বাড়িয়েছেন মালিকপক্ষ। এখানে আমরা সাধারণ ব্যবসায়ীরা নিরুপায়।" নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় ট্রাক মালিক সমিতির একজন নেতা জাগো নিউজকে বলেন, "ভাই, দেশে পেট্রোল-অকটেনের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। কিন্তু ডিজেলের তেমন সমস্যা নেই। তারপরও নির্দিষ্ট সময়ে তেল না পাওয়ার প্রভাব ভাড়াতে পড়তে শুরু করেছে।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

১৭৬ দেশে দেড় কোটির বেশি বাংলাদেশি কর্মরত : প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী

বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে দেড় কোটিরও বেশি বাংলাদেশি কর্মরত আছেন বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। রোববার জাতীয় সংসদে কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. আমির হামজার এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকার আমলে প্রবাসীদের কল্যাণমূলক বিষয়টি চরমভাবে অবহেলিত ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে নানা ধরনের কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে, নারী কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়াসহ সেফ হোম স্থাপন করা হয়েছে। বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী ও প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের নানা রকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, বিমানবন্দর থেকে আহত/অসুস্থ ও মৃত কর্মীদের বহনের জন্য দুটি ফ্রিজিংসহ পাঁচটি অ্যাম্বুলেন্স ফ্রি সেবা দেওয়া হচ্ছে। বিদেশগামী প্রবাসী কর্মীদের এককালীন এক হাজার টাকা প্রিমিয়ামে পাঁচ বছর মেয়াদে ১০ লাখ টাকাসহ মৃত্যুজনিত বিমা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রবাসীদের জন্য একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

প্রস্তাবিত বেতন কাঠামোর সুপারিশ পর্যালোচনার কাজ চালিয়ে যাবে সচিব কমিটি

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত নতুন পে-স্কেল বা বেতন কাঠামোর সুপারিশ পর্যালোচনার কাজ সচিব কমিটি চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেন, সচিব কমিটি পর্যালোচনা শেষে প্রতিবেদন জমা দেবে। সেই সুপারিশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে। প্রস্তাবিত পে-স্কেলের সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে রোববার (৫ এপ্রিল) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। বৈঠকে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসিমুল গনি, অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সরকারের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর সাংবাদিকদের বলেন, সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন কাঠামো যে প্রক্রিয়ায় যাওয়ার কথা, সেই প্রক্রিয়া অনুযায়ীই তা সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, সচিব কমিটি রয়েছে। এই কমিটি পর্যালোচনার কাজ করবে এবং সেই অনুযায়ী সুপারিশ দেবে। সুপারিশের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ আসাদ)

সরকারি চাকরিতে প্রবেশে বয়সসীমা ৩২ করে সংসদে বিল পাস

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সব ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ (বত্রিশ) বছর নির্ধারণ করতে জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়। 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ বিল, ২০২৬' শীর্ষক এই বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী। পরে কণ্ঠভোটে বিলটি পাস হয়। রোববার (৫ এপ্রিল) সংসদ অধিবেশনে উত্থাপিত এই বিলের মূল বিধানসমূহে বলা হয়েছে,

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) সব ক্যাডার এবং বিসিএস-বহির্ভূত সব সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৩২ বছর। স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোর যেসব পদে নিয়োগের বয়সসীমা আগে ৩০ বা অনূর্ধ্ব ৩২ ছিল, সেখানেও এখন থেকে বয়সসীমা ৩২ বছর হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

৪৮১ জন অমুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল : সংসদে মন্ত্রী

বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় তালিকাভুক্ত হওয়া অমুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমদ আজম খান। তিনি জানান, এরই মধ্যে আগস্ট ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সারা দেশে তদন্ত ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ৪৮১ জন অমুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল করা হয়েছে। রোববার (৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. আব্দুল মালিকের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি আটকিয়ে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিতের গাড়ি আটকিয়ে গাজীপুরে শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী। এসময় তারা প্রতিমন্ত্রীর কাছে হাসপাতালের পরিচালকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরেন। রোববার (৫ এপ্রিলে) দুপুরে ওই হাসপাতালের সামনে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের অভিযোগের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। জানা গেছে, প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত রোববার সকালে গাজীপুর সদর উপজেলার ভাওয়াল মির্জাপুরে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন শেষে দুপুর ১২টার দিকে শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। এ সময় তার সঙ্গে স্থানীয় সংসদ সদস্য এম. মঞ্জুরুল করিম রনি, জেলা ড্যাবের সভাপতি ডা. আলী আকবর পলানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী হাসপাতাল থেকে বের হয়ে গাজীপুর সার্কিট হাউজে যাওয়ার পথে স্থানীয় কিছু লোক ব্যানার নিয়ে মন্ত্রীর গাড়ির সামনে দাঁড়ান এবং হাসপাতালের পরিচালক মো. আমিনুল ইসলামের নানা অনিয়ম, দুর্নীতিসহ তাকে অপসারণের দাবি জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

‘কুমিল্লা দক্ষিণ স্টেডিয়াম’ খুঁজে পেতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

কাগজে-কলমে কুমিল্লা দক্ষিণ মিনি স্টেডিয়াম নামে একটি স্টেডিয়াম থাকলেও, বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন কুমিল্লা-৬ আসনের বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী। তিনি স্টেডিয়ামটি উদ্ধারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। রোববার (৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাতিল নোটিশের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। ২০০৪ সালে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা সৃষ্টির পর স্টেডিয়াম তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান মনিরুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, সেটি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা নামে নামকরণ করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন চেষ্টা করেছিলাম। পরে শুনেছি স্টেডিয়াম উধাও হয়ে গেছে, টাকা লুটপাট হয়ে গেছে। মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, সরকার বলে স্টেডিয়াম ওখানে আছে। কিন্তু কুমিল্লা জেলায় এ নামে সাধ্যমতো খুঁজে কোনো স্টেডিয়াম পায়নি। উত্থাপিত বিষয় কুমিল্লা দক্ষিণ স্টেডিয়ামের জমি রেকর্ডে ইচ্ছামাফিক গাফিলতি, ক্রীড়া সামগ্রী আত্মসাৎ ও বরাদ্দ অর্থ লুট হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

সংসদে ফের মাইক বিভ্রাট, অধিবেশন মুলতবি ২০ মিনিট

জাতীয় সংসদে ফের মাইক বিভ্রাট ঘটেছে। তা ঠিক করতে ২০ মিনিট মুলতবি রাখা হয় অধিবেশন। রোববার (৫ এপ্রিল) বিকেল ৫টা ৫৬ মিনিটে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ সংসদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের আজ ছিল অষ্টম দিন। বিকেল সাড়ে ৩টায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। তখন থেকেই সাউন্ড সিস্টেমে সমস্যা দেখা দেয়। স্পিকার এবং সংসদ সদস্যরা পরস্পরের কথা পরিষ্কারভাবে শুনতে পাচ্ছিলেন না। এ নিয়ে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘আমাদের মাইকে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আপনার মাইকেও সমস্যা হচ্ছে।’ পরে স্পিকার বলেন, মাইক বিভ্রাটের কারণে সংসদের অধিবেশন মুলতবি করা হলো। ২০ মিনিট মাগরিবের আজান-নামাজ এবং ২০ মিনিট মাইক ঠিক করার জন্য। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

দুই ডিআইজিসহ ৬ পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি

পুলিশের দুই উপ-মহাপরিদর্শকসহ (ডিআইজি) উর্ধ্বতন ছয় কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। রোববার (৫ এপ্রিল) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে উপ-সচিব তৌছিফ আহমেদের স্বাক্ষরে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ বদলি করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি সালেহ মোহাম্মদ তানভীরকে পুলিশ অধিদপ্তরে (টিআর পদে) এবং পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি (টিআর পদে) মাহফুজুর রহমানকে সারদায় বদলি করা হয়েছে। এছাড়া, হাইওয়ে

পুলিশের পুলিশ সুপার কাজী মো. ছোয়াইব বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে ও মো. মনিরুজ্জামান সিআইডিতে পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি হয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

আরও ১২৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে : দুর্যোগমন্ত্রী

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় দেশের বন্যাপ্রবণ ৪৩টি জেলার ২৫৮টি উপজেলায় ৩২০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। আরও ১২৮টি কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে বলেও জানান তিনি। রোববার (৫ এপ্রিল) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রথম অধিবেশনের অষ্টম দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনের সংসদ মো. আবদুল মান্নানের লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব তথ্য জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম। মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকল্পে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

শাপলা চত্বরে হত্যাকাণ্ড; সাবেক ডিআইজি জলিলকে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক ডিআইজি আবদুল জলিল মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। এ বিষয়ে শুনানি নিয়ে রোববার (৫ এপ্রিল) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে আজ রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম। তিনি মামলার প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময়ের আর্জি করেন। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রেফতার হওয়া আসামি আবদুল জলিল মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের অনুমতি চান। শুনানি শেষে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে যে-কোনো দিন জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন ট্রাইব্যুনাল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

গুমের অধ্যাদেশ বাতিল নিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ক্ষোভ প্রকাশ আরমানের

অন্তবর্তী সরকারের সময়ে জারি করা গুম প্রতিকার ও প্রতিরোধ অধ্যাদেশ বাতিলের সুপারিশ করেছে বিশেষ কমিটি, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঢাকা-১৪ আসনে জামায়াতের মনোনয়নে নির্বাচিত সংসদ সদস্য (এমপি) ব্যারিস্টার মীর আহমাদ বিন কাসেম আরমান। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, গুমের শিকার ভুক্তভোগী, যে প্রধানমন্ত্রী নিজে নির্যাতনের শিকার, তারা কেমন করে এ আইন বাতিলের পরামর্শ দেয়? আমাদের আবেদন, আইনটি যদি পরিশোধিত করতে চায়, তার আগে অনুমোদন দিয়ে আইনে পরিণত করুক, পরে সংশোধিত করা হোক। যদি সেটা না করা হয়, ১২ তারিখ অধ্যাদেশটি বাতিল হয়ে গেলে, ১৩ তারিখ থেকে গুমের সংজ্ঞা থাকবে না। রোববার (৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে এসব কথা বলেন তিনি। পরে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান জানান, বিলটি আরও যুগোপযোগী করে চলতি অধিবেশন বা পরে সংসদে উত্থাপন করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

এলএনজিতে এপ্রিলে ভর্তুকি লাগবে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) নিয়ে ভুগছে প্রায় সব দেশ। হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ থাকায় স্পট মার্কেট থেকে তেল ও এলএনজি কিনতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। দ্বিগুণ দামে এলএনজি কিনতে এক মাসেই সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সূত্র বলছে, চলমান যুদ্ধাবস্থায় গ্যাস সংকট কাটাতে বাধ্য হয়ে স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি কিনতে হচ্ছে। আর এপ্রিলেই এলএনজি কিনতে ভর্তুকি বাবদ জ্বালানি বিভাগের কাছে চার হাজার ৫০৯ কোটি টাকা চেয়ে চিঠি দিয়েছে পেট্রোবাংলা। জ্বালানি বিভাগ সেই চিঠি অর্থ মন্ত্রণালয়কে পাঠিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

গুমে জড়িতরা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবেন, তা মনে করার কারণ নেই

গুমের সঙ্গে জড়িত অপরাধীরা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন, তা মনে করার কোনো কারণ নেই বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। রোববার (৫ এপ্রিল) সংসদ অধিবেশনে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার মীর আহমাদ বিন কাসেম আরমানের গুম নিয়ে আবেগতাড়িত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ কথা বলেন। সেই সঙ্গে আরমানের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা জানান। আইনমন্ত্রী বলেন, "ব্যারিস্টার আরমান আমার ভাই, আমার স্বজন ও সহকর্মী। তিনি দীর্ঘ সময় গুমের শিকার হয়েছিলেন। বাংলাদেশে তার মতো ৭০০-এর বেশি মানুষ গুমের শিকার হয়েছেন, যাদের মধ্যে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও আছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে গুমের শিকার হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর প্রহর গুনেছিলেন, তাকে যেভাবে পার্শ্ববর্তী দেশে ফেলে আসা হয়েছিল এবং যেভাবে তিনি বিচারের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন, তাতে মনে করার কোনো কারণ নেই যে, গুমের সঙ্গে জড়িত অপরাধীরা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার অপসারণে ৭ দিনের আলটিমেটাম

ঢাকা মহানগরের ভেতরে অনুমোদনহীন সব আন্তঃজেলা নাইট কোচ কাউন্টার অপসারণে সংশ্লিষ্টদের সাতদিনের আলটিমেটাম দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। রাজধানীর যানজট নিরসন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা

আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএমপি। রোববার (৫ এপ্রিল) ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ারের সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা মহানগরের ভেতরে অবস্থিত সব আন্তঃজেলা বাস মালিককে জানানো যাচ্ছে- যানজট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনুমোদনহীন বা রুট পারমিট ছাড়া পরিচালিত আন্তঃজেলা নাইট কোচ কাউন্টারগুলো অপসারণ প্রয়োজন। অনুমোদনহীন/অবৈধভাবে আন্তঃজেলা নাইট কোচ কাউন্টার স্থাপন ও পরিচালনা, পার্কিং, যাত্রী ওঠানামার ফলে মহানগরে অন্যান্য যানবাহন চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে মহানগরে রাতেও ট্রাফিক যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

তিন সপ্তাহে হামের উপসর্গ নিয়ে ১১৭ জনের মৃত্যু

দেশে গত তিন সপ্তাহে হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে ১১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে ১১৩ জনের মধ্যে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় হামে ১৭ জনের মৃত্যু হওয়ার নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেছে। রোববার (৫ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এদিকে, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে দু-জনের মৃত্যু হাম রোগে হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, সর্বশেষ গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নতুন করে ৯৭৪ জন সন্দেহভাজন হাম রোগী শনাক্ত এবং ল্যাবরেটরিতে নিশ্চিত হওয়া হাম রোগীর সংখ্যা ৫৪ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

গাজীপুর ফ্লাইওভারে বাসে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দু-জন নিহত হয়েছেন। এ সময় অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। রোববার (৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, টাঙ্গাইলগামী তাকওয়া পরিবহণের একটি বাস ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে অজ্ঞাত একটি দ্রুতগতির ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঘটনাস্থলে একজন যাত্রীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পরপর স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত নিকটস্থ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠান। গুরুতর আহত আরেকজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। নিহত দু-জনের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

বিলুপ্ত হতে যাওয়া অধ্যাদেশগুলো নিয়ে সংসদে আলোচনা চান বিরোধীদলীয় নেতা

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে যেগুলো বর্তমান সরকার বিলুপ্ত করতে যাচ্ছে, সেগুলো নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করতে চান জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। রোববার (৫ এপ্রিল) সংসদ অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্যসূচি শুরুর আগে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শফিকুর রহমান বলেন, "১৩৩টি অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির পেশ করা রিপোর্ট আপনি (স্পিকার) অনুমোদন করেছেন। সেখানে কিছু অধ্যাদেশ ল্যাপস (বিলুপ্ত) করার প্রস্তাব আছে। আমরা আগের নোটিশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, যে অধ্যাদেশগুলো ল্যাপস করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জুলাই স্পিরিটের সঙ্গে সম্পৃক্ত।" বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, "আজকের কার্যসূচিতে সম্পূরক কার্যসূচি নামে একটি পাতা পেয়েছি। সেখানে কিছু বিল সামনে আনা হয়েছে এবং আমার ধারণা, সেগুলো অধ্যাদেশকে কেন্দ্র করেই আনা হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে যে অধ্যাদেশগুলো ল্যাপসের তালিকায় রয়েছে, সেগুলো নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হোক।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অসদাচরণে কর্মচারীদের বরখাস্তের বিধান রেখে সংসদে বিল পাস

সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং কর্মস্থলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮' সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নতুন সংশোধনীতে, কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করা বা কর্মে ইস্তফা দিয়ে সম্মিলিতভাবে অনুপস্থিত থাকাকে 'সরকারি কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে চাকরি থেকে বরখাস্ত বা বাধ্যতামূলক অবসরের মতো কঠোর দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। রোববার (৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) আইন, ২০২৬' শীর্ষক বিলটি উত্থাপন করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী। পরে বিলটি কণ্ঠভোটে পাস করা হয়। প্রস্তাবিত বিলে মূল আইনের ধারা ৩৭-এর পর '৩৭ক' নামে একটি নতুন ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী যদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করেন বা সরকারের কোনো পরিপত্র/নির্দেশ বাস্তবায়নে বাধা দেন, যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে সমবেতভাবে কর্মে অনুপস্থিত থাকেন বা কাজ থেকে বিরত থাকেন, অন্য কোনো কর্মচারীকে কর্তব্য পালনে বাধা দেন, তবে তা 'সরকারি কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসদাচরণ' হিসেবে বিবেচিত হবে। বিলে এ ধরনের অসদাচরণের জন্য তিনটি প্রধান দণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে- ১. নিম্নপদ বা নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ, ২. বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং ৩. চাকরি থেকে বরখাস্ত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

গণভোটের রায় না মানলে সরকারকে অবৈধ বলা শুরু করবো : আসিফ মাহমুদ

গণভোটের রায় না মানলে বর্তমান বিএনপি সরকারকে অবৈধ বলা শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তিনি বলেন, "গণভোটের রায় না মানলে সেদিন থেকেই এই সরকারকে অবৈধ সরকার বলা শুরু করবো। এজন্য আমরা সময় নেবো না। আপনারা যেমন আমাদের সব অর্জন ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য সময় নিচ্ছেন না, আমরাও সময় নেবো না।" '৬৯-এর অর্জন রক্ষা করা যায় নাই, '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। '২৪-এর অর্জন রক্ষা না হলে আবার '২৬-২৭-এ এ রকম কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। রোববার (৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ এসব কথা বলেন। দলের মুখপাত্র অভিযোগ করেন, সরকার যে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করছে, এর মধ্যদিয়েই স্বৈরাচারের জন্ম হয়। বিগত সময়ে যে ফ্যাসিবাদ দেখা গেছে, এখন সেই স্বৈরাচারের সব লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

আত্মসমর্পণ করা দুই ঢাবি শিক্ষার্থীর জামিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হলে চোর সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন তোফাজ্জল হোসেনকে পিটিয়ে হত্যার মামলায় আত্মসমর্পণ করা দুই আসামিকে জামিন দিয়েছেন আদালত। রোববার (৫ এপ্রিল) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালত এ আদেশ দেন। জামিন পাওয়া দু-জন হলেন- ঢাবির ফলিত রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী আবু রায়হান ও রেদোয়ানুর রহমান পারভেজ। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হারুন অর রশিদ জানান, আসামিদের পক্ষে তাদের আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন এবং রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। শুনানি শেষে আদালত জামিন মঞ্জুর করেন। এর আগে, একই মামলায় গত ১৫ মার্চ মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী রাশেদ কামাল অনিক আত্মসমর্পণের আবেদন জমা দিয়ে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে পালিয়ে যান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০৪.২০২৬ রিহাব)

BBC

WHAT WE KNOW SO FAR ABOUT RESCUE OF US AIRMAN IN IRAN

The US has rescued the missing crew member of the US F-15 fighter jet which was shot down on Friday over southern Iran. US President Donald Trump confirmed the rescue on social media on Sunday morning after the US military "pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations" in its history. The officer is "now SAFE and SOUND!" he added. Two crew members were on board the jet, and both ejected from the plane. One of them had already been rescued by US forces. Iranian officials said the warplane was shot down by its air defence system. Details around the rescue operation and how it unfolded are still emerging. Here is what we know so far. The US and Iran were in a race to locate the missing crew member after the jet was downed over southern Iran. The exact circumstances of the US rescue remain unclear, but one person familiar with the operation described it as a "huge" combat search and rescue mission in southern Iran.
(BBC Web page : 05.04.2026 Ali Ahmed)

POPE LEO CALLS FOR GLOBAL LEADERS TO CHOOSE PEACE IN HIS FIRST EASTER MASS

Thousands of worshippers flocked to St Peter's Square on Sunday to hear Pope Leo XIV deliver his first Easter Mass address as pontiff. Framed by white roses on the central balcony of the Vatican's basilica, the pope called on "those who have the power to unleash wars" to choose peace. "On this day of celebration, let us abandon every desire for conflict, domination and power, and implore the Lord to grant his peace to a world ravaged by wars," he said. The first US-born pope has become a vocal critic of the Iran war, and has used recent public addresses to denounce global conflicts and urge de-escalation. Pope Leo waved to the crowd gathered in the square below before delivering his "Urbi et Orbi" blessing - Latin for "to the city and the world". St Peter's Square was decorated with spring blooms, with rows of daffodils and thousands of purple, red and white flowers arranged for the Easter Mass on Sunday.(BBC Web page : 05.04.2026 Ali Ahmed)

US SAYS IT HAS ARRESTED RELATIVES OF LATE IRANIAN GENERAL QASEM SOLEIMANI

The niece and grand-niece of the deceased commander of the Iranian Revolutionary Guard Corps, Gen Qasem Soleimani, have been arrested, the US state department has said. Hamideh Soleimani Afshar and her daughter's lawful US permanent resident status was revoked by Secretary of State Marco Rubio, a statement released on Saturday said. However, Soleimani's daughter has called the state department's claims false, saying the arrested individuals "have no connection whatsoever" to her father. Soleimani, who was

Iran's most powerful military commander, was killed in 2020 in a US air strike in Iraq which was ordered by then US President Donald Trump. In a post on social media, Rubio said the two women were in the custody of US Immigration and Customs Enforcement (ICE), pending removal from the country. He added in the statement on X that Soleimani Afshar and her daughter were "green card holders living lavishly in the United States". After entering the US on a tourist visa in 2015, Soleimani Afshar was granted asylum in 2019 and became a green card holder in 2021, the US Department of Homeland Security (DHS) said in a statement to the BBC's US partner CBS News.(BBC Web page : 05.04.2026 Ali Ahmed)

GERMAN MALES UNDER 45 MAY NEED MILITARY APPROVAL FOR LONG STAYS ABROAD

German males aged between 17 and 45 may need to seek approval for lengthy stays abroad, under changes introduced as part of a new law which introduced voluntary military service. The Military Service Modernisation Act, which came into force on 1 January, aims to boost defences following threats from Russia in the aftermath of its full-scale invasion of Ukraine. In a statement sent to the BBC, a defence ministry spokesman confirmed that males aged 17 and older were required to obtain prior approval for stays abroad lasting longer than three months. Under the current law, travel approvals must generally be granted and it remains unclear how the rule would be enforced if breached. The requirement to obtain permission had gone largely unnoticed until it was reported by the Frankfurter Rundschau newspaper on Friday.(BBC Web page : 05.04.2026 Ali Ahmed)

RUSSIAN ATTACK ON UKRAINE MARKET KILLS FIVE

A Russian drone attack on a market in southern Ukraine has killed five people and injured 21, including a 14-year-old girl, the prosecutor general's office says. The attack took place at 09:50 (06.50 GMT) in the town of Nikopol, across the Dnipro river from land occupied by Russia since their full-scale invasion in February 2022. Pictures published by the regional prosecutor show smashed market kiosks strewn with metal and glass. It comes after at least 15 civilians were killed in drone and missile strikes across Ukraine on Friday. Meanwhile a drone and missile attack by Ukraine on the southern Russian city of Taganrog overnight killed at least one person and seriously injured four, Russia said. Ukraine's Nikopol frequently comes under fire, and almost half of the town's 100,000 residents left long ago for safety. But these drones hit in the middle of Saturday morning – in a busy spot – and the number of casualties is high. Two men were injured in a second strike on the same location, the prosecutor said, adding that the attacks were being investigated as a war crime.
(BBC Web page : 05.04.2026 Ali Ahmed)

STARMER 'CONCERNED' OVER KANYE WEST UK FESTIVAL DATES

Prime Minister Sir Keir Starmer has said it is "deeply concerning" that Kanye West is set to headline Wireless Festival in London this summer. West, now known as Ye, has drawn widespread criticism for antisemitic comments he has made in recent years, for which he issued an apology in January. Sir Keir said, in comments first reported by the Sun on Sunday, that West had been booked "despite his previous antisemitic remarks and celebration of Nazism". The festival's headline sponsor Pepsi later said it had "decided to withdraw its sponsorship" of the three-day event. "Antisemitism in any form is abhorrent and must be confronted firmly wherever it appears," Sir Keir said. "Everyone has a responsibility to ensure Britain is a place where Jewish people feel safe."
(BBC Web page : 05.04.2026 Ali Ahmed)

:: THE END ::